CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-181 ■ 1 April, 2026 ■ আগরতলা ১ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১৭ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শোক প্রধানমন্ত্রীর, আর্থিক সহায়তা

নালন্দা মন্দিরে পদপিষ্টে মৃত ৮

পাটনা, ৩১ মার্চ (আইএএনএস) ।। শীতলা মাতা মন্দির-এ মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যুর পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে দীপনগর থানার এসএইচও রাজমণিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

নালন্দা জেলার পুলিশ সুপার ভারত সোনি জানিয়েছেন, ঘটনায় দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে আরও চার পুলিশকর্মীকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণে মারাত্মক ত্রুটি ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না এবং পুরো পরিস্থিতি কার্যত একজন প্রহরীর ওপর নির্ভর করছিল। ভিড় বাড়তে থাকলেও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সময়মতো জানানো হয়নি, যার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

মঙ্গলবার বিশেষ পূজার দিনে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। সেই সময় হঠাৎ ভিড় বাড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় পদপিষ্টের ঘটনা। এতে ৮ জন মহিলা প্রাণ হারান এবং বহু মানুষ আহত হন, যাদের অনেকেই এখনও চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও মৃতদের পরিবার প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ-এর নেতৃত্বে এই তদন্ত চলছে। পাটনা রেঞ্জের আইজি জিতেন্দ্র রানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তদন্তে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন এবং পুলিশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মডেল কোড অব কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বিরুদ্ধে কমিশনে মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। টিটিএডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বিরুদ্ধে মডেল কোড অব কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করল তিপ্রা মথা পার্টি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে যে, নির্বাচনী প্রচারের সময় বিকাশ দেববর্মা এমন মন্তব্য করেছেনতিপ্রা মথা পার্টির পক্ষে পড়া ভোট শেষ পর্যন্ত বিজেপির কাছে স্থানান্তরিত হবে। এই ধরনের মন্তব্য ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও, অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে এমন রিপোর্ট সামনে এসেছে যেখানে নির্বাচনী প্রচারের কাজে সরকারি যানবাহন ও অন্যান্য সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। তিপ্রা মথার দাবি, এটি মডেল কোড অব কন্ডাক্টের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এই প্রেক্ষিতে দলটি নির্বাচন কমিশনের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেবিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করা, সময়সীমার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালানো, বিকাশ দেববর্মার কাছ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেডিক্যাল গ্রান্ট বিতরণ নিয়ে কমিশনকে চিঠি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। টিটিএডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল সিপিআই(এম)। দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের জোট সরকারের শরিক দল তিপরা মথা টিটিএডিসি প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি তহবিল ব্যবহার করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তিনি জানান, গত ১৭ মার্চ যেদিন টিটিএডিসি নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করা হয় সেদিনই এডিসি প্রশাসনের সিইও-র দপ্তর থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মেডিক্যাল গ্রান্ট মঞ্জুর করা হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, কাঞ্চনপুর, দামছড়া এবং পানিসাগর এলাকার শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী ২৯২ জন রিয়াং পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১০, ২৭৫ টাকা করে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও সাধারণভাবে মানবিক কারণে মেডিক্যাল সহায়তা দেওয়া 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট'-এর বাইরে রাখা হয়, তবুও নির্বাচনী সূচি ঘোষণার পর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তিনটি গ্রামের বাসিন্দাদের একই অঙ্কের অর্থ প্রদানকে 'ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা' বলে অভিযোগ করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি নির্বাচন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তিন ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। মেলাঘর থেকে সোনামুড়া যাওয়ার মূল সড়কের ইন্দিরা নগর রাস্তার মাথায় গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন মাদ্রাসার ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাইকের করে সোনমুড়ার উদ্দ্যেশে যাচ্ছিলেন তিনজন মাদ্রাসার ছাত্র। ইন্দিরা নগর রাস্তার মাথায় সামনে আসতেই গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইকে থাকা তিনজনই ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতরা সুমন হোসেন (বাড়ি অমরপুর), আল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় এসপিএ জওয়ানের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩১ মার্চ ।। মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক এসপিও জওয়ান। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক পুলিশ কর্মী। মঙ্গলবার গন্ডাছড়া—রইস্যাবাড়ি সড়কের দেবনাথ পাড়া বটগাছ চৌমুহনী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এসপিও অজেন্দ্র ত্রিপুরা (৫০) এবং পুলিশ কর্মী পরশুরঞ্জন কপালি কোর্ট থেকে জরুরি নথিপত্র নিয়ে বাইকে করে থানায় ফিরছিলেন। সেই সময় গন্ডাছড়া থানার একটি মিনিবাস, যা নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নারায়ণপুরের দিকে যাচ্ছিল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের বাইকে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনায় দু'জনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অজেন্দ্র ত্রিপুরাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত পরশুরঞ্জন কপালির চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ফাইন্যান্স অ্যাক্ট '২৬ জারি করল কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (আইএএনএস)।। কেন্দ্র সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট ২০২৬ জারি করেছে, যার ফলে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ইউনিয়ন বাজেটের প্রস্তাবগুলি কার্যকর হবে। আইন মন্ত্রকের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর ৩০ মার্চ এই আইন প্রকাশ করা হয়েছে।

সংসদের উভয় কক্ষেই বিলটি পাস হওয়ার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। লোকসভা ২৫ মার্চ ৩২টি সংশোধনীসহ ফাইন্যান্স বিলটি অনুমোদন করে। পরে রাজ্যসভা কণ্ঠভোটে বিলটি ফিরিয়ে দিলে তা আইনে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫৩.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় ৭.৭ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে মূলধনী ব্যয় হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা, যা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোর দেবে।

বাজেটে বড় প্রকল্পগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতি জিডিপির ৪.৩ শতাংশে নামিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ভারী বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। আগামী ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা তাছাড়া, বজ্রবিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা বাতাসের গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের তথ্যানুযায়ী, ত্রিপুরা ও পার্শবর্তী এলাকায় প্রায় ৩.১ কিমি উচ্চতায় একটি ঊর্ধস্তরের ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব অসম অঞ্চলে ১.৫ কিমি উচ্চতায় আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এর সঙ্গে ১২.৬ কিমি উচ্চতায় প্রায় ৯৫ বেগে সাবট্রপিক্যাল ওয়েস্টারলি জেট স্ট্রিম উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যা আবহাওয়াকে আরও প্রভাবিত করছে। এর প্রভাবে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বিশেষ করে খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি ও ধলাই জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম, সিপাহিজলা ও গোমতী জেলায় হালকা বৃষ্টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় খুব হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের মতে, এই ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতি আগামী কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে, ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রসহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ধর্মনগর উপনির্বাচন

বিশেষ ভাবে সক্ষম ও ৮৫ উর্ধ ভোটারদের ভোটদান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ মার্চ ।। ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আজ, ৩১ মার্চ থেকে শুরু হলো বিশেষভাবে সক্ষম ও ৮৫ উর্ধ প্রবীণ ভোটারদের জন্য বিশেষ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে এই উদ্যোগের আওতায় নির্বাচনী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট সংগ্রহ করছেন। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত।

গণতন্ত্রের উৎসবে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই কমিশনের এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৮৫ বছরের উর্ধ ভোটারের সংখ্যা ১১৬ জন এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার রয়েছেন ৬৯ জনমোট ১৮৫ জন ভোটার এই সুবিধার আওতায় রয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন দপ্তরের কর্মীরা ব্যালট বক্স নিয়ে ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছাতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে বাড়ির ভেতরেই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রশাসনের লক্ষ্য, নির্ধারিত তিন দিনের মধ্যেই এই ১৮৫ জন ভোটারের ভোট সংগ্রহ সম্পূর্ণ করা। শারীরিক অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে যারা ভোটকেন্দ্রে যেতে অক্ষম, তাদের জন্য 'ভোট ফ্রম হোম' সুবিধা চালু হওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন।

ড্রেন বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা নাজেহাল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। রাজধানীর নেতাজি নগর ও ওএনজিসি ব্যাংক চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় ড্রেন বন্ধ হয়ে তীব্র জলাবদ্ধতার সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টিতেই নোংরা জল ঘরে ঢুকে পড়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন তারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকাটির পাশ দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ড্রেন প্রবাহিত, যার মাধ্যমে হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ, ওএনজিসি কলোনি এবং ডুকলি ব্লকসহ বিস্তীর্ণ এলাকার জল নিষ্কাশন হয়। বামফ্রন্ট আমলে ড্রেনের কিছু অংশ পাকা করা হলেও অধিকাংশ অংশ এখনও কাঁচা ও অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে।

অভিযোগ, সম্প্রতি এলাকার এক ব্যক্তি ড্রেনের উপর মাটি ফেলে সেটি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে ড্রেনের জল বিকল্প পথ ধরে মনোরঞ্জন দেবনাথের বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার কারণে তার বাড়ি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, সামান্য বৃষ্টিতেই নিচু এলাকার বহু বাড়িতে ড্রেনের নোংরা জল ঢুকে পড়ছে। এতে বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেড়ে যাচ্ছে।

সমস্যার সমাধানের দাবিতে এলাকাবাসী পূর্বে স্থানীয় বিধায়িকা মিনারানী সরকারের কাছে আবেদন জানানোর পাশাপাশি ডুকলি ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন। এছাড়াও ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সবিতা করের কাছেও বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণরাজ চৌমুহনীতে অপহরণের গুজব ঃ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। রাজধানী আগরতলার গণরাজ চৌমুহনী এলাকায় অপহরণের যে খবর ছড়িয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রকৃতপক্ষে এটি চুরির ঘটনা এবং পালানোর সময় অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছিল বলে স্পষ্ট করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কর্মীরা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় ধরে ফেলেন। পরে তাকে আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমজি বাজারে খুনের ঘটনায় এক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। মহারাজগঞ্জ বাজার বিপণী বিতানে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোদাল দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করেছে।

জানা যায়, লালমাটিয়া এলাকায় গত ২৩ তারিখ রাতে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও মিঠুন সাহার মধ্যে তীব্র বচসা বাধে। সেই বচসার জেরে মিঠুন সাহা কোদাল দিয়ে কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মাথায় আঘাত করেন। তাতেই কৃষ্ণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল বন্ধ, ক্ষোভে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। টানা এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সংকটে চরম ভোগান্তির শিকার ফকিরাদোলা পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। অভিযোগ, বারবার জানিয়েও সমস্যার কোনও সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। বাধ্য হয়ে সোনামুড়া-বক্সনগর সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। ফলে ওই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে দু'দিনে দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর(ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের পর গতকাল ও আজ (৩০ ও ৩১ মার্চ, ২০২৬) ষষ্ঠ ও সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাতা ও গ্রহীতারা সুস্থ আছেন।

উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগে ৩০ ও ৩১ মার্চ, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল এবং মণিপুরের সিজা হাসপাতালের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দু'দিনে দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্বে প্রতিবার একটি করে কিডনি প্রতিস্থাপন

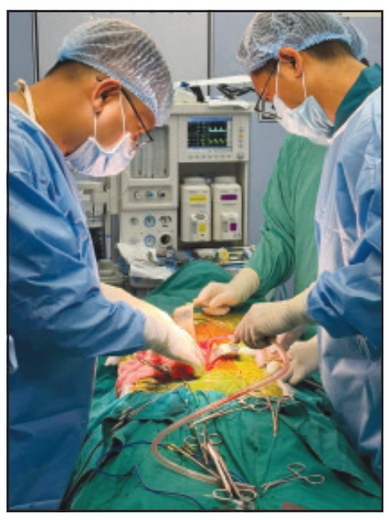

করা হলেও এবার প্রথমবারের মতো রাজ্যে দু''দিনে দু''টি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হলো, যা এক নতুন মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল এবং মণিপুরের সিজা হসপিটালের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়া কলসির বাসিন্দা ৩৬ বছরের যুবকের দেহে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় গত ৩০মার্চ। কিডনি দান করেছেন গ্রহীতার বাল্যবন্ধু বাইখোড়া কলসির বাসিন্দা ৩৩ বছরের যুবক।

আজ (৩১ মার্চ)কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় ৩৩ বছর বয়সী চম্পকনগরের বাসিন্দা এক যুবকের। তার ৫৯ বছর বয়স্ক বাবা তাকে কিডনি দান করেন।সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উভয় ক্ষেত্রেই দাতা ও গ্রহীতারা সুস্থ আছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 01-04-2026, 00:48

জাগরণ আগরতলা,১ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১৭ চৈত্র, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাশ টানিবার প্রয়াস

সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়াকড়ি বা নজরদারি বাড়ানোর বিষয়টি নিয়া বর্তমানে ডিজিটাল দুনিয়ায় বেশ শোরগোল চলিতেছে। বিশেষ করিয়া ভারত সরকারের প্রস্তাবিত নতুন আইন বা সংশোধনীগুলো নিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে এক ধরণের উদ্বেগ তৈরি হইয়াছে।কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মূলত দুটি বড় বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হইতেছে। গুজব ছড়াইয়া যাহাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে।দেশের স্বার্থবিরোধী প্রচারণায় রাশ টানা।ইদানীং এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তৈরি করা বিভ্রান্তিকর ভিডিও রুখিতে সরকার কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়াছে।সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বা ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের জন্য এই পরিবর্তনগুলো কিছু বড় চ্যালেঞ্জ নিয়া আসিতে পারে। অনেক ক্রিয়েটর মনে করিতেছেন, সরকারি নীতির সমালোচনা বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক কন্টেন্ট তৈরি করিলে তাহা ”বিভ্রান্তিকর” বা ”আপত্তিকর” হিসেবে চিহ্নিত হইতে পারে। এতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।নতুন নিয়মে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকেও অনেক বেশি দায়বদ্ধ করিবার কথা বলা হইতেছে। এর ফলে কোনো কন্টেন্ট নিয়া অভিযোগ উঠিলে প্ল্যাটফর্মগুলো দ্রুত সেটি সরাইয়ায়ে ফেলিবে, যাহা ক্রিয়েটরদের রিচ কমাইয়ায় দিতে পারে।অনেক ক্ষেত্রে বড় ক্রিয়েটরদের এখন নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানিয়া ”সেলফ-রেগুলেশন” করিতে হইতে পারে, যাহা ছোট বা নতুন ক্রিয়েটরদের জন্য বেশ কঠিন।সরকার বরাবরই দাবি করিয়া আসিতেছে যে, এই আইন সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে আরও স্বচ্ছ করিবার জন্য। তবে সমালোচকদের মতে, নজরদারি যদি অতিমাত্রায় বাড়ে, তবে তাহা সাধারণ মানুষের গোপনীয়তার অধিকার বা বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।এখনো অনেক বিষয় প্রস্তাবিত পর্যায়ে রহিয়াছে। চূড়ান্ত আইনি কাঠামো তৈরি হওয়ার আগে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার সুযোগ থাকে।

ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় যাঁহারা স্বাধীনভাবে খবর পরিবেশন করেন, এবার তাঁহাদের উপরে কড়া নজরদারি চালাইতে চলিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৈদ্যুতিন এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে চলতি তথ্যপ্রযুক্তি আইনে বদল আনিয়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও কড়া নজরদারি এবং সেন্সরশিপের ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আগামী ১৪ এপ্রিলের মধ্যে এর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত জানানো যাইবে। তারপরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হইতে পারে বলিয়া জানানো হইয়াছে। এর ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা খর্ব হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা।সংবাদ বা সমসাময়িক বিষয় নিয়া যাঁহারা কন্টেন্ট তৈরি করেন, তাঁহাদের একটি নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় আনিবার তোড়জোড় শুরু হইয়াছে। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ডিজিটাল মিডিয়া সংক্রান্ত বিধিতে একগুচ্ছ বদল আনিবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। নতুন এই নিয়ম কার্যকর হইলে, কোনও কন্টেন্ট নিয়া অভিযোগ জমা পড়িলে সরকার সরাসরি সেটি বন্ধ বা ”ব্লক” করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে। এমনকী সংশ্লিষ্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে ক্ষমা চাইতে বা সেই ভিডিও বা পোস্টে বদল আনিতেও বাধ্য করা হইতে পারে। এত দিন এই নিয়মগুলি মূলত বড় সংবাদমাধ্যম বা ডিজিটাল নিউজ পোর্টালগুলির জন্য ছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বলা

হইয়াছে, জনপ্রিয় ইউটিউবার বা সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পরিবেশনকারীরাও এই নিয়মের আওতায় আসিবেন।শুধু তাই নয়, কোনও কৌতুক শিল্পী বা সাধারণ ব্যবহারকারীও যদি সরকারের কোনও নীতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কিছু পোস্ট করেন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হইতে পারে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের এক সরকারি আধিকারিক জানাইয়াছেন, এই নিয়মের মাধ্যমে সরকার সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কোনও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের ব্যক্তিগত তথ্য চাইতে পারিবে। প্রয়োজনে সরাসরি কন্টেন্ট সরানোর নির্দেশ দেবে। এটাই মূল উদ্দেশ্য। এখনও পর্যন্ত গোটা বিশ্বে এই ধরনের নির্দেশ সরাসরি ক্রিয়েটরকে না পাঠাইয়া প্ল্যাটফর্মকে পাঠানো হয়। এবার ভারত সরকার রাশ টানিতে চাইছে। এগুলো সংবাদ ও সমসাময়িক বিষয় পোস্টকারী স্বতন্ত্র ব্যবহারকারীদের পর্যন্ত প্রসারিত করে, যাহা কার্যকরভাবে ব্যবহারকারী-সৃষ্ট বিষয়বস্তুর ইকোসিস্টেমে এমআইবি-র এখতিয়ারকে বিস্তৃত করে। এই পরিবর্তনগুলো আইডিসি-র ভূমিকাও প্রসারিত করে। এটি এখন আর শুধু গুরুতর অভিযোগ নিষ্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এখন এমআইবি দ্বারা প্রেরিত ”যে কোনও বিষয়” পরীক্ষা করিতে পারে, যাহা নির্বাহী বিভাগকে বিষয়বস্তু যাচাই-বাছাই শুরু করিবার ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণতা প্রদান করে।”পাশাপাশি, ফেসবুক বা এক্স-এর মতো সংস্থাগুলোর জন্যও নিয়ম আরও কঠিন করা হইতেছে। সরকার কোনও পরামর্শ বা ”অ্যাডভাইজরি” দিলে তাহা মানা এখন থেকে বাধ্যতামূলক হইতে পারে। যদি কোনও সংস্থা তাহা না মানে, তবে তাহাদের এর জন্য মাশুল গুনিতে হইবে। সরকারের দাবি, এর আগে এআই দিয়া তৈরি আপত্তিকর ভিডিও সরাইতে বলিলেও এই সংস্থাগুলি বিশেষ গা করেনি, তাই এই কড়াকড়ি।

মুহুরীর বাঁধ উঁচু করা ও ব্লক তৈরীর কাজ, আজ পরিদর্শনে স্থানীয় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ মার্চ: বিলোনীয়া শহরে মুহুরীর বাঁধ উঁচু করা ও ব্লক তৈরীর কাজ, আজ পরিদর্শনে গেলেন বিধায়ক দীপংকর সেন মহোদয়। গত কাল এই নির্মাণ কাজের বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিক অসিত পাটারীর সঙ্গে ও কথা বলেন বিধায়ক। বিধায়ক জানান , অর্থ দপ্তরে ৪০ কোটি টাকার মঞ্জুরির প্রস্তাব আটকে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক চিঠি দেন অর্থ মন্ত্রী শ্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় কে এবং সরাসরি কথাও বলেন। মঞ্জুরি পাওয়ার পর মাটি দিয়ে ১ মিটার বাঁধ উঁচু করা, ইট বসানোর কাজ শুরু হয়।

অপরদিকে ব্লক তৈরীর কাজ ও শুরু হয়েছে। পরিদর্শন কালে বাঁধের দুই ধারে বসবাস রত বাসিন্দারা অভিযোগ করেন তাদের বাড়ী থেকে বাঁধে ওঠা নামা করার রাস্তা তৈরী করে নাদেওয়া হলে তাঁদের বাড়ী থেকে বের হতে অসুবিধা হচ্ছে, সবদিকে ১ মিটার উঁচু হচ্ছে না। পাশাপাশি সাইডে ড্রেইন ও ওয়াল দরকার। বিধায়ক বলেন এ বিষয়ে দপ্তরের সঙ্গে তিনি আবার কথা বলবেন বলে জানান।

শেষ মোগল সম্রাটের শেষের দিনগুলি

৭ অক্টোবর ১৫২৬ বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার ৩৩২ বছর পর এই নির্বাসন। গন্তব্য যমুনা নদীতে নৌকোর সেতু পেরিয়ে কানপুর। *কানাইলাল জানা*

‘উমর দরাজ মাঙ্গকে লায়ে থে চার দিন / দো আরজুমে কাট গয়ে, দো ইন্তেজার মেঁ।’ ‘চার দিনের জন্য আয়ু নিয়ে এসেছিলাম / দু’দিন কাটলো আকাঙ্ক্ষায় আর দু’দিন অপেক্ষায়’ মানব জীবন সম্পর্কে যে আত্মোপলব্ধি শেষ মোগল সম্রাট ও অনন্যসাধারণ কবি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের। সেই তাঁকে, সঙ্গে দু’জন পত্নী দুই ছেলে ও এক নাতিকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে চলল বল্লমধারী অশ্বারোহীর দল। পেছনে আরও কিছু খাজা-খোজা পরিচারক-পরিচারিকা। তারিখটা ৭ অক্টোবর ১৮৫৮।

৭ অক্টোবর ১৫২৬ বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার ৩৩২ বছর পর এই নির্বাসন। গন্তব্য যমুনা নদীতে নৌকোর সেতু পেরিয়ে কানপুর। চোখের জল ফেলা দূরের কথা, সামান্য হা-হুতাশ পর্যন্ত করেনি কোনো দিল্লিবাসী। কারণ ভোর চারটের সময় অন্ধকারে ছেয়ে আছে যমুনাকূল। এভাবে গার্ড করে স্লো মোশনে গাড়িগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কানপুর। পথে বন্দি সম্রাটের মনে পড়ছে কত কথা, কত স্মৃতি! ১১ মে ১৮৫৭, যখন সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় দিল্লির তখ-ই-তৌসে আসীন থেকে তিনি ২০টি বছর (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রিঃ) রাজত্ব সম্পূর্ণ করেন। পূর্বপুরুষদের মতো যথানিয়মে দেওয়ান-ই-আমে বসত দরবার, দেওয়ান-ই-খাসে হতো আলোচনা, ঝরোকা থেকে দর্শন দিতেন প্রজাদের। তাঁরও ছিল হারেম। কিন্তু প্রাসাদ ঝলমল করত না হাজার রঙিন আলোয়, শাহজাদা শাহজাদিদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অতিসাধারণ, কারণ সামান্য রাজস্বও ঢুকত না মোগল কোষাগারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাতা বাবদ দেওয়া মাত্র সওয়া লক্ষ টাকায় তাঁকে চালাতে হত মোগল প্রশাসন, দরবার ও হারেম সহ সমস্ত ধরনের খরচ। তা হলেও দরবার ছিল জমজমাট। কবিতা ও গজল পাঠের আসর বসত প্রতিদিন। দরবার আলো করে বসতেন মির্জা গালিব, উর্দু কবি জওক-সহ দিল্লির সেরা উর্দু ও ফারসি কবি ও লেখকরা এবং তাঁদের মধ্যমণি ছিলেন বাদশাহ স্বয়ং। সম্রাট নিজে ছিলেন বড় কবি। কবিতা ও গজল লিখতেন গাইতেন। তাঁর লেখা গজল: ‘কারও চোখের আলো নই কারও মনের শান্তি নই/ আমি এক মুঠো ধূলি যে কারও কাজে আসেনি।/ আমার রং ঢং বিগড়ে গেছে, বন্ধু আমার বিছিন্ন হয়ে গেছে/ হেমন্তে যে বাগান উজাড়, আমি তারই বসন্তের ফসল’। লিখেছেন শের: ‘আমাকে যদি রাজকীয় অফিসার পদে নিয়োগ করা হতো/ অথবা আমার মাথার মুকুট ফকিরের মতো তৈরি না হতো/ জীবনে যে স্বপ্ন ছিল তা কেটেছে জাঁকজমকে/ অন্যথায় আমার সারা জীবন কেটেছে দুঃখ বেদনায়।’ কবিতা: ‘বাগানে শীত এল, সব বৃক্ষ বিলীন হয়ে যাচ্ছে/ শান্তি আর আমার হৃদয়ের ধৈর্য্যও গেল মিলিয়ে/ সবাই ছিল আনন্দে আর করছিল প্রার্থনা/ ঢুকল ইংরেজ সেনা হারিয়ে গেল সব/ হুমা পাখি কেন ছটফট করবে শিকারীর হাতে/ দু-দুটি প্রহর তখে বসেছি, এখন হারিয়েছি/ সন্ধ্যায় গোলাপের কলি ফুটেছিল নগর বাজারে/ হায় খোদা, লক্ষ মানুষের মস্তক ছিন্ন হচ্ছে এখন সেখানে।’ বাদশাহ সমাদর করতেন চিত্রশিল্পেরও। কখনো আবার তরুণ শাহজাদাদের নিয়ে মহাসুখে ঘুড়ি ওড়াতেন যমুনার তীরে। সেই তাঁকেই কিনা লুকিয়ে থাকতে হল পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধিস্থলে! সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও যেভাবে বিদ্রোহীরা দলে দলে ইংরেজ পুরুষ নারী ও শিশুদের হত্যা করল, তাতে তো ইংরেজ প্রশাসকদের ক্ষেপে যাওয়া স্বাভাবিক। হাডসন ১৮ জন শাহজাদাকে গাছের ডালে ফাঁসিতে ঝোলালেন, তিনজন শাহজাদাকে নগ্ন করে কাছ থেকে গুলি করে মারলেন শুধু নয়, কয়েক দিন ফেলে রাখলেন অন্যান্য মৃতদেহের সঙ্গে। গরুর গাড়ি করে বন্দি সম্রাট, পুত্র ও পৌত্রদের নিয়ে যাওয়া হল রাজপথ দিয়ে। দিল্লিবাসী তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল সম্রাটের পরিণতি। কতটা নিষ্ঠুর কোম্পানির এই সেনাপতি হাডসন, নাহলে এভাবে গুলি করে মারেন হাজারের বেশি মোগল রাজবংশের সদস্যদের? তবু ভালো যে হাডসন কথা দিয়েছিলেন প্রাণে মারবেন না সম্রাটকে, তাই বেঁচে আছেন। মানছেন নিজেও তো একটা বড় ভুল করেছেন প্রধান পত্নী বেগম তাজমহলের ঔরসজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা ফকরুকে তাঁর অবর্তমানে পরবর্তী সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে অস্বীকার করে। সবদিক দিয়ে সে-ই ছিল উপযুক্ত এবং কোম্পানি তাকে মেনেও নিয়েছিল এবং মনোনয়ন দিয়েছিল। অথচ কনিষ্ঠ পত্নী বেগম জিনাত মহল তাঁর ছেলে মির্জা জওয়ান বখকে মসনদে বসানোর জন্য কী কাণ্ডকারখানাই না চালিয়ে গেলেন, আর তিনি বরাবর তাতে সায় দিয়ে গেলেন। ধার করে কী বিপুল পরিমাণ অর্থই না খরচ হল মির্জা বখের শাদিতে। চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জিনাত মহল জানাতে চায় প্রধান শাহজাদার শাদি হচ্ছে। বখও তো আজ বন্দি, কিন্তু ফকরুর যদি ১৮৫৬ সালে রহস্যজনক মৃত্যু না হতো, মোগল মসনদ রক্ষা পেত। বুঝতে পারছেন না, ভুল হল, না ঠিক হল। যখন বিদ্রোহী সিপাহিরা শাহজাদা মির্জা মোগলকে প্রধান সেনাপতি করে দস্তখতে তাঁকে দিয়ে সই করাল। মনে হয় ঠিকই ছিল যেহেতু বিদ্রোহীরা সম্রাটের নামে ২১ বার তোপধ্বনি করে তাঁকে দেওয়ান-ই-খাস সম্মাননা জানিয়েছে। প্রথমে রাজি হননি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে নিজের সীমিত শক্তি ও ক্ষমতার কথা ভেবে। বিদ্রোহী সেনাদের পক্ষে লোকবলের অভাব ছিল না, অভাব ছিল স্বার্থশূন্য ব্যক্তিত্বের, কারণ তারা এসেছিল বিভিন্ন সেনাশিবির থেকে। নেতা হিসেবে কেউ কাউকে মানতে চায় না। তা সত্ত্বেও এক সময় ইংরেজদের মনে শঙ্কা ছিল হেরে যাওয়ার। তখন তারা উৎকোচ ছড়িয়ে হাত করে নেয় বিদ্রোহীদের অনেককে। যেমন বাদশাহের দরবারের হাকিম আসানুল্লা খান। বিশ্বাসঘাতকতা করে বিদ্রোহীদের যাবতীয় গোপন সংবাদ পৌঁছে দিত ইংরেজ শিবিরে। আর স্বয়ং বাদশাহকে বিপথে চালিত করত সবসময়। নিজেরই প্রয়াত পুত্র মির্জা ফকরুর শ্বশুর মির্জা ইলাহি বক্স-ই তো ইংরেজ সেনাপতি হাডসনকে খবর দেয় যে, তাঁরা সকলে পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধিসৌধে আশ্রয় নিয়েছেন। কনিষ্ঠ পুত্র জওয়ান বখ ও তাঁর মা জিনাত মহল ছিলেন লালকুঁয়া হাবেলিতে। রেহাই পেলেন না তাঁরাও। অথচ দিল্লিতে যত ইংরেজ নিধন হয়েছে ও লুটতরাজ চলেছে, তাতে না ছিল বাদশাহের সায়, না ছিল কোনো শাহজাদার। তাও বিচারসভা যদি ফৌজদারি আদালতে বসত, তিন মাস ধরে বিচারের নামে প্রহসন হতো না। লালকেল্লার কোর্ট মার্শালে হাফরের বিরুদ্ধে যে দুটো চিঠি পেশ করা হয় যার একটি বিদ্রোহী সিপাহিদের কার্যকলাপ নিয়ে, অন্যটি আমার মক্কা যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ নিয়ে, তা ছিল নকল। কেন না দুটো চিঠিরই ভাষা ছিল উর্দু, অথচ তিনি চিঠি বরাবর লিখে আসছেন ফারসিতে। আসলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল প্রাণদণ্ড না হলেও নির্বাসন নিশ্চিত। বাদশার উকিল যখন প্রতিটি অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করেছে কোম্পানির উকিল প্রমাণ করেছে ঠিক বিপরীত।

গ্রেপ্তারের পর দিল্লিতে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কাটান বাদশাহ এবং তা সচক্ষে দেখেছেন গ্রিফিথস নামে এক ইউরোপীয়। তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায়: ‘বাড়ির আঙিনায় একটি মামুলি খাটে একটি গদি বিছানো আছে। এই খাটে শেষ মোগল সম্রাট পায়ের ওপর পা দিয়ে বসেছিলেন। পূর্বের আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমক অবস্থা তাঁর আদৌ ছিল না। অশীতিপর বৃদ্ধ বাদশার সাদা দাড়ি ঝোলা বুক পর্যন্ত। পরনে সাদা পোশাক। মাথায় সাদা রঙের একটি বৃত্তাকার পাগড়ি। দু’জন কর্মচারী পেছনে দাঁড়িয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করছে তাঁকে। কোনও কথা বা শব্দ বের হচ্ছে না তাঁর মুখ দিয়ে। বসেছিলেন চুপচাপ। মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। তিন ফুট দূরে আর একটি খাট। ওই খাটে বসে একজন ইংরেজ সেনা অফিসার। বাদশাহের দু’দিকে গুলিভর্তি বন্দুক নিয়ে দুজন শ্বেতাঙ্গ সৈন্য প্রহরারত। যদি বাদশাহ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ গুলি করবে।

লালকেল্লার দেওয়ান- এ-খাস-এ বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে মামলার রায়ে বিচারক লিখেছেন: বাদশাহকে প্রথম বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখা যায় এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে দিল্লির বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করে। এটা প্রমাণ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পূর্ব থেকেই বাদশাহের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সত্যিটা হল ১১ মে ১৮৫৭ সকালে যখন বিদ্রোহী সিপাহিরা মিরাট থেকে দিল্লি এসে হাজির হয়, বাদশাহ কিছুই জানতেন না। জেনেছেন দু’দিন পরে। মামলায় জজ সাহেব রায় দেন: বাদশাহ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং ইংরেজ সৈন্যদের পাকড়াও করে কেল্লায় আনার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অমান্য করলে কাউকে অস্ত্রাগার থেকে বের হতে দেবেন না। বিচারকের গুরুতর অভিযোগ: ব্রিটিশ সরকারের পেনশনভোগী হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর কেন ১০ মে থেকে ১ অক্টোবর ১৮৫৭ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রাগারে কর্মরত ইংরেজ সৈন্য ও অফিসারের বিরুদ্ধে সিপাহিদের উস্কানি দেবেন? তাই পেনশনও পাননি মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মোট পাঁচ মাস। বল্লমধারী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা তিনটি গাড়ি এভাবে পথ চলতে চলতে যখন কানপুর এসে গেল, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে টানা রেলগাড়ি দেখে বন্দি সম্রাট সহ সকলে বিস্মিত। প্ল্যাটফর্মে ইংরেজরা বাজাচ্ছে ব্যান্ড পার্টি। অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে ট্রেন পৌঁছল ইলাহাবাদ। চারদিকে ছড়িয়ে আছে সংঘর্ষের চিহ্ন। অনেক আগেই ইলাহাবাদ দুর্গ চলে গিয়েছে কোম্পানির দখলে। তাঁদের নিরাপত্তা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট ওমানিকে বন্দি সম্রাট বলতে লাগলেন সমুদ্র দেখতে ও জাহাজে চড়তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

দিল্লি ছেড়ে এসে বন্দি-মোগলরা খুব যে কষ্টে আছে, তা নয়। অনেকেই আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন। পর্দার আড়ালে থাকা মহিলাগণ কথা বলছেন, হাসছেন। আসলে মোগল-সংসারেও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল নানা অশান্তি। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ যখন ৬২ বছর বয়সে মসনদে বসেন, তখন তাঁর প্রধান পত্নী ছিলেন তাজমহল বেগম। তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। তিন বছর পরে অর্থাৎ ৬৪ বছর বয়সে সম্রাট যখন ১৯ বছর বয়সি সুন্দরী জিনাত মহলকে বিয়ে করেন, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দ্রুত সরে যেতে হয় তাজমহল বেগমকে। বাদশাহের মোট ৬০ জন পত্নী ও উপপত্নী থাকলেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে ঝগড়া মূলত এই দুই বেগমের মধ্যে। এছাড়া জিনাত মহলের সঙ্গে তাঁর নিজ পুত্র জওয়ান বখের কথা কাটাকাটি তো লেগেই থাকত। কারণ জওয়ান বখ হারেমে পিতা তথা সম্রাটের এক উপপত্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তাছাড়া রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে মদ এনে খেত, যা ইসলাম বিরুদ্ধ। সম্রাটের এক ভাইপোর সঙ্গেও ছিল তাজমহল বেগমের অবৈধ সম্পর্ক। সব মিলিয়ে গোলমাল লেগেই ছিল। নানা কারণে বহু উপপত্নী, কর্মচারীরা পছন্দ করত না তাজমহল বেগমকে। যদিও তিনি ছিলেন প্রতিভাময়ী। কিন্তু জিনাত মহল ছিলেন বাদশাহের প্রতি বরাবর আন্তরিক এবং আমৃত্যু সঙ্গিনী। কিন্তু নির্বাসন যাত্রাকালে সবাই চুপচাপ বরং সময়কে উপভোগ করছেন হালকা চালে। কিন্তু বন্দিশিবিরের কেউ জানেন না ঠিক কোন জায়গায় হচ্ছে তাঁদের নির্বাসন। বন্দি বাদশাহ শুনেছেন মাত্র নির্বাসন হতে পারে বার্মা, আন্দামান বা আফ্রিকার কোনো জায়গায়। ইতিমধ্যে দিল্লির সঙ্গে কলকাতার চিঠি চালাচালি হয়েছে অনেক কিন্তু স্থির হয়নি জায়গা। ইলাহাবাদে ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তিনিই ঠিক করলেন ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে হবে তাঁদের নির্বাসন। বন্দিশিবিরে ছিলেন মোট ৩১ জন মোগল খানদানি। তাঁদের মধ্যে তাজমহল বেগম-সহ মোট ১৬ জন বাদশাহর সঙ্গে যেতে নারাজ। সবচেয়ে বড় কারণ বন্দিশিবিরে তাজমহল বেগমের নিজের কোনো সন্তান নেই। ১৬ জন ফিরে গেলেন দিল্লি। বন্দি বাদশাহ-সহ বাকি ১৫ জনের দলকে ১৮৫৮ সালের ১৬ নভেম্বর স্টিমার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জলপথে। গঙ্গার তীরে মির্জাপুর ও রামপুর দু’জায়গায় স্টিমার বদলানো হয়। উচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছেন রাজবন্দিরা। বৃদ্ধ বাদশাহও আনন্দিত কারণ এতো বড় জাহাজ আগে চড়েননি। গঙ্গায় এখনো নজরদারি চলছে বিদ্রোহীদের খোঁজে। তারই মধ্যে বেনারসের সুন্দর সুন্দর মন্দির ঘাট ও অন্যান্য দৃশ্য দেখাতে দেখাতে জাহাজ চলল ধীর গতিতে। ডায়মন্ড হারবার পৌঁছয় ৪ ডিসেম্বর। জাহাজ বদল হল আবার। এবার স্বয়ং ইংল্যান্ডের রানির যুদ্ধ জাহাজ ‘মাগারা’। এতদিন পাহারায় ছিল যে সেনাবাহিনী, ফিরে গেল দেশের রাজধানী কলকাতায়।

বন্দি বাদশাপত্নী জিনাত মহল পুত্র মির্জা জওয়ান বখ, পুত্রবধূ শাহমানি বেগম, নাতি আবুবকর প্রমুখদের নিয়ে দ্রুত উঠলেন যুদ্ধ জাহাজ ‘মাগারা’য়। একটানা পাঁচদিন চলার পর জাহাজ ঢোকে রেঙ্গুন নদীতে। দূর থেকেই দেখা গেল সোনায় মোড়া রেঙ্গুনের বিখ্যাত প্যাগোডা। জাহাজে তাঁদের দেখাশুনোর দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট ওমানি কিন্তু লর্ড ক্যানিং রেঙ্গুনে তাঁদের থাকার সকল বন্দোবস্ত করতে নির্দেশ দিলেন মেজর ফায়রেকে। কিন্তু বন্দি-বাদশারা সেখানে পৌঁছে দেখেন শুধুই অব্যবস্থা। দুটো ছোট ছোট ঘর এবং কয়েকটা তাঁবু। পরে অবশ্য বাদশাকে দেওয়া হয় একটি প্যাগোডা ধর্মী কাঠের বাড়ি। ওটাই কারাগার। দিনে রাতে পাহারা দিত পাঁচজন রক্ষী। স্বভাব কবি চাইলেন কালি কলম কাগজ। দেওয়া হল না, পাছে চিঠি লিখে পাঠান তাঁর দুঃখ দুর্দশার কথা জানিয়ে। শেষে দাঁত মাজার জন্য দেওয়া কাঠ কয়লা দিয়ে শায়েরি ও কবিতা লিখতেন দেওয়ালে। প্রথম দিকে প্রায়ই মনমরা থাকতেন। ঘর থেকেই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, দেখতেন জাহাজের যাওয়া আসা। স্মৃতিচারণ করতেন কী থেকে কী হল, কোথায় থাকতেন কোথায় এলেন। মন খারাপ হলেও শরীর ভালো ছিল। কিন্তু ১৮৬২ সাল নাগাদ শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। প্রথমে জিভে ঘা, চিবোতে অসুবিধা হচ্ছিল। বর্ষার শেষে এমন অবস্থা হল যে চামচে করে তরল খাবার খাইয়ে দিতে হতো। অবস্থা ভালো নয় বুঝে নিরাপত্তায় থাকা ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তারের অভিমত আর বেশিদিন বাঁচবেন না বাদশা। নিদারুণ কষ্টে দিনগুজরান করার ফলে শেষ হয়ে আসছিল জীবনীশক্তি। অবশেষে ৮৭ বছর বয়সে হিন্দুস্থানের শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের জীবনদীপ নিভে গেল ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর ভোর পাঁচটায়। সেইদিনই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তাঁর দুই পুত্র এবং কয়েকজন পরিচারক। পত্নী জিনাত মহল বা অন্য কোনো মহিলাকে আসতে দেওয়া হয়নি। সমাধিস্থল পরে ঘিরে দেওয়া হয় বাঁশের বেড়া দিয়ে, যাতে ঘাসে ঢাকা পড়ে গেলে সবাই ভুলে যায় যে, এখানেই শায়িত আছেন হিন্দুস্থানের শেষ মোগল সম্রাট। কিন্তু মৃত্যুর দিনই স্থানীয় মানুষরা বিষয়টা বুঝতে পেরে ভেতরে আসতে চেয়ে অনুমতি পাননি। রেঙ্গুনে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায় বাহাদুর শাহ জাফরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে একজন সন্ত হিসেবে দেখতেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও বাদশাহের জন্য কখনো ভালো কিছু করে উঠতে পারেননি। প্রিয় পত্নী জিনাত মহল মারা যান ১৮৮২ সালে। তাঁর জীবদ্দশায় খুব চেষ্টা করেছিলেন বাদশাহের সমাধির ওপর যাতে একটি স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। তখন না হলেও ১৯০৬ সাল নাগাদ ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে এবং ১৯০৯ সালে রেঙ্গুনে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধির ওপর স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়।

সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় পুত্র মির্জা জওয়ান বখ আবিষ্কার করেন পিতার লেখা প্রচুর শায়েরি কবিতা এবং পূর্ব পুরুষদের নিয়ে স্মৃতি কথা। সম্রাটের আক্ষেপ ছিল প্রিয় পত্নী জিনাত মহলকে কাছে আসতে দেওয়া হত না বলে, এমনকি মৃত্যুর আগের মুহূর্তে প্রিয় পুত্র মির্জা জওয়ান বখকে একবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েও অনুমতি পাননি। সম্রাটের আরও বড় আক্ষেপ ছিল তাঁর সমাধি প্রিয় হিন্দুস্থানের মাটিতে হবে না জেনে। কারণ দিল্লির খানদানিতেই তাঁর জন্ম ১৭৭৫ সালে। কাঠের বাড়িতে থেকে জন্মভূমির প্রতি তাঁর টান ফুটে উঠত কবিতায়ঃ ‘দো গজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্থান মে’ তবু উল্লেখ করার বিষয় যে, স্বাধীন ভারতের তিন তিনজন প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে প্রয়াত রাজীব গান্ধী, সস্ত্রীক ড. মনমোহন সিং এবং নরেন্দ্র মোদী মায়ানমার সফরকালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সেখানে রাখা মন্তব্য করার খাতায় রাজীব গান্ধী বাদশাহের আক্ষেপের সুরে সুর মিলিয়ে লিখেছেন: ‘দো গজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্থান মেঁ/ ফির তেরি কুরবানি সে উঠি আজাদি কি আওয়াজ/ বদ নসিব তু নেহি জাফর’ ‘হিন্দুস্থানের মাটিতে দু’গজ জমি মেলেনি ঠিক কথা, কিন্তু আপনার আত্মত্যাগের বিনিময়ে উঠেছিল স্বাধীনতার আওয়াজ। তাই আপনি আদৌ ভাগ্যহীন নন জাফর।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপিএম রাজ্য দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিনহার প্রতি শ্রদ্ধা। ছবি নিজস্ব।

অসম নির্বাচনে বিজেপির ৩১ দফা ইস্তেহার প্রকাশ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় জোর

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩১ দফা প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিজেপির 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সোমবার গুয়াহাটির বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা ও কর্মী।

ইস্তেহার প্রকাশ করে নির্মলা সীতারামন বলেন, এই 'সংকল্প পত্র' একটি "নিরাপদ, উন্নত এবং আত্মনির্ভর অসম"-এর রূপরেখা তুলে ধরে। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, বিজেপির এই প্রতিশ্রুতিগুলি তাদের পূর্ববর্তী শাসনের অভিজ্ঞতা ও কাজের ভিত্তিতেই তৈরি, যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, অতীতে দলটির সংগঠন অসমে তেমন শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু গত এক দশকে বিজেপি তৃণমূল স্তরে নিজেদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র অসম সফরের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেন্দ্রের এই ঘন ঘন সম্পৃক্ততা রাজ্যের উন্নয়নের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে স্পষ্ট করে।

নির্মলা সীতারামনের কথায়, "এই সংকল্প পত্র শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির নথি নয়, বরং কর্মক্ষমতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে তৈরি একটি বাস্তব রোডম্যাপ।"

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, বর্তমান সরকারের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই এই ইস্তেহার তৈরি হয়েছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও জোর দেওয়া হবে।

১২৬ আসনের অসম বিধানসভায় এক দফায় ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে এবং ৪ মে ফল ঘোষণা করা হবে।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি ভোটারদের কাছে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে এবং আসন্ন নির্বাচনে দলকে নিরঙ্কুশ জয় এনে দেবে।

অসমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা নিষ্ক্রিয় করল সেনা, বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): অসমের তিনসুকিয়া জেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করে তা সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় সেনা। এর ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

জানা গেছে, লেডোর বর্মা ক্যাম্প এলাকায় এক ব্যক্তি গর্ত খোঁড়ার সময় ওই বিস্ফোরকগুলি খুঁজে পান। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে একটি জেনারেল পারপাস বোমা এবং একটি ইনসেনডিয়ারি বোমা ছিল। ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় এই বিস্ফোরকগুলির উপস্থিতি প্রাণ ও সম্পত্তির জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করেছিল।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভারতীয় সেনার রেড শিল্ড ডিভিশনের বিশেষ বোম্ব ডিসপোজাল টিম। প্রথমেই আশপাশের এলাকা খালি করে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় এবং সমস্ত নিরাপত্তা বিধি মেনে কাজ শুরু হয়।

এক আধিকারিক জানান, "পরিস্থিতি অত্যন্ত সতর্কতা ও দ্রুততার সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়।"

এরপর বোমাগুলিকে সুরক্ষিতভাবে অন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় কোনওরকম পার্শপ্রতিক্রিয়া বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে সামরিক কার্যকলাপ ও সরবরাহ রুট থাকার কারণে লেডো ও লেখাপানি এলাকায় মাঝে মধ্যেই এ ধরনের অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার হয়।

সেনাবাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপ ও সমন্বিত উদ্যোগে বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে এবং নিরাপত্তা নিয়ে আস্থা আরও জোরদার হয়েছে।

মূল আদর্শ থেকে সরে গেছে বাম, কেরলে পিনারাই বিজয়নকে আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

কান্নুর, ৩১ মার্চ (আইএএনএস): কেরলের শাসক বামফ্রন্টকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করলেন, বামপন্থীরা তাদের মূল আদর্শ থেকে সরে গেছে এবং বিজেপির সঙ্গে "অভূতপূর্ব বোঝাপড়া" তৈরি হয়েছে।

ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর তারকা প্রচারক হিসেবে কান্নুরে এসে মঙ্গলবার এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। তার আগে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।

সভায় প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতা টি. কে. গোবিন্দন এবং ভি. কুঞ্জিকৃষ্ণনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে রাহুল গান্ধী বলেন, "এটাই প্রমাণ যে বাম শিবিরে বড় পরিবর্তন ঘটছে।"

তিনি বলেন, "এই নির্বাচন দুটি আদর্শের লড়াইবাম ও ইউডিএফ। কিন্তু এবার প্রথমবারের মতো বাম ও বিজেপির মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া দেখা যাচ্ছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর।"

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-কে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, বর্তমান বামপন্থীরা আর সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে না, বরং কর্পোরেটের প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছে।

রাহুল গান্ধী তাঁর অভিযোগের পক্ষে দুটি যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশজুড়ে ধর্মীয় ইস্যু তুললেও কেরলে, বিশেষ করে সবরিমালা প্রসঙ্গে, তা করেন না।

এছাড়া, নিজের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা, সাংসদ পদ খারিজ হওয়া এবং দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন একই ধরনের পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন বা তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি।

রাহুল গান্ধীর দাবি, বিজেপি চায় কেরলে সিপিআই(এম) ক্ষমতায় থাকুক, কারণ তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

জাতীয় ইস্যুতেও কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্য নীতি ভারতীয় কৃষকদের ক্ষতি করতে পারে, বিশেষ করে রাবার, ভুট্টা, সয়াবিন ও ফল চাষিদের।

তিনি আরও বলেন, কেরল ঐতিহাসিকভাবে ঐক্য, অহিংসা ও সম্প্রীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। "ইউডিএফ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে মানুষকে একত্র করে, আর এই (বাম-বিজেপি) সমীকরণ বিভাজন তৈরি করে," বলেন তিনি।কান্নুরের সভা শেষে তাঁর কোঝিকোড় জেলার নাদাপুরমে গিয়ে আরও দুটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে।

নালন্দা মন্দিরে পদপিষ্ট: এসএইচও সাসপেন্ড, ৪ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

পাটনা, ৩১ মার্চ (আইএএনএস) : শীতলা মাতা মন্দির-এ মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যুর পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে দীপনগর থানার এসএইচও রাজমণিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

নালন্দা জেলার পুলিশ সুপার ভারত সোনি জানিয়েছেন, ঘটনায় দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে আরও চার পুলিশকর্মীকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণে মারাত্মক ত্রুটি ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না এবং পুরো পরিস্থিতি কার্যত একজন প্রহরীর ওপর নির্ভর করছিল। ভিড় বাড়তে থাকলেও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সময়মতো জানানো হয়নি, যার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

মঙ্গলবার বিশেষ পূজার দিনে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। সেই সময় হঠাৎ ভিড় বাড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় পদপিষ্টের ঘটনা। এতে ৮ জন মহিলা প্রাণ হারান এবং বহু মানুষ আহত হন, যাদের অনেকেই এখনও চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও মৃতদের পরিবার প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ-এর নেতৃত্বে এই তদন্ত চলছে। পাটনা রেঞ্জের আইজি জিতেন্দ্র রানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

তদন্তে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন এবং পুলিশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল থেকে এবং ২ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিচারাধীন প্রক্রিয়া শেষে প্রায় ৯০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে বাংলায়

কলকাতা, ৩১ মার্চ (আইএএনএস): চলতি বিচারাধীন যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ নাম বাদ পড়তে পারে বলে অনুমান করছে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে, "লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি" বা তথ্যগত অসঙ্গতির ভিত্তিতে যেসব ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ নাম বাদ পড়ছে। এই গড় হিসেবেই চূড়ান্ত সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষে পৌঁছতে পারে বলে অনুমান।

সূত্রের দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ইতিমধ্যেই ৬৩,৬৬,৯৫২টি নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ এবং ডুপ্লিকেট ভোটারদের নামই বেশি ছিল।

তবে প্রায় ৬০,০০,৬৭৫টি নাম বিচারাধীন প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা রাখা হয়েছিল। বর্তমানে সেই প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে যাচাই চলছে। এখনও প্রায় ১৬ লক্ষ ভোটারের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে বলে জানা গেছে। কমিশনের আশা, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে।

ইসিআই সূত্রে আরও জানা গেছে, এই প্রক্রিয়ায় ৭০০-রও বেশি বিচারিক আধিকারিক কাজ করছেন। এর মধ্যে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকেও বিচারক আনা হয়েছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে দিনরাত পরিশ্রম চলছে।তবে যেসব ভোটারের নাম এই প্রক্রিয়ায় বাদ পড়বে, তাঁদের জন্য আপিল করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় অনুষ্ঠিত হবে২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

ইতিমধ্যেই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন।

জৌনপুরে সাইবার সেলের বড় সাফল্য: ২৪০টি হারানো মোবাইল উদ্ধার, মালিকদের হাতে ফিরল প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি

জৌনপুর, ৩১ মার্চ (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলায় সাইবার সেলের বড় সাফল্য মিলল। জেলা পুলিশের সাইবার সেল দল ২৪০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির মোট মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। এই অভিযানটি পরিচালিত হয় সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন এবং জেলার বিভিন্ন থানার সাইবার সেল টিমের যৌথ উদ্যোগে। মোবাইলগুলি খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়েছে সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার পোর্টাল।

অধিকারিকরা জানান, চলমান বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে এখনও পর্যন্ত মোট ১,৪০০টি হারানো বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মোবাইলগুলি শুধু জৌনপুর থেকেই নয়, উত্তরপ্রদেশের আজমগড়, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, লখনউ, কানপুর, বালিয়া, প্রতাপগড় ও ভদোহি সহ বিভিন্ন জেলা থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়াও দিল্লি, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাজ্য থেকেও একাধিক মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে উদ্ধার করা হয়েছে, যা আন্তঃরাজ্য স্তরে পুলিশের সমন্বিত প্রচেষ্টারই প্রমাণ।

উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির মধ্যে ওয়ানপ্লাস, ভিভো, রেডমি, অপ্পো, রিয়েলমি, টেকনো, পোকো, নোকিয়া ও স্যামসাং-এর মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ফোন রয়েছে। হারানো ফোন ফিরে পেয়ে উপকৃত ব্যক্তিরা খুশি প্রকাশ করেছেন এবং পুলিশের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন।

এ বিষয়ে সিটি এসপি আয়ুষ শ্রীবাস্তব সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেছেন, মোবাইল হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানাতে এবং সিইআইআর পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে। পাশাপাশি, সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অসমে বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিচাকরি বিনামূল্যে শিক্ষা ও অনুপ্রবেশে কড়া পদক্ষেপ

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একগুচ্ছ বড় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সোমবার নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, উন্নয়ন, জনকল্যাণ এবং শক্তিশালী প্রশাসনের ওপর ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি করেছে বিজেপি। রাজ্যের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া অবস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, অবৈধভাবে দখল হওয়া জমি আইনের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের কথাও জানান তিনি।

এছাড়া তথাকথিত "লাভ জিহাদ" রুখতে কঠোর আইন আনার কথাও বলেন তিনি, যা সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে দাবি করেন।

পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, বন্যা নিয়ন্ত্রণে ১৮,০০০ কোটি টাকা খরচ করে আগামী দিনে অসমকে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

চাকরির ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, দুই লক্ষ যুবক-যুবতীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে এবং ১০ লক্ষ মানুষকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্বনিযুক্তির সুযোগ বাড়ানো হবে।

সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় গরিব পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে চাল, ডাল ও চিনি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত করতে প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধা হিসেবে ৪০ লক্ষ মহিলাকে ২৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং 'অরুণোদয়' প্রকল্পে মাসিক ভাতা বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হবে বলে জানান তিনি।

এই ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালসহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেন, এই প্রতিশ্রুতিগুলি আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির জন্য নিরঙ্কুশ জনসমর্থন নিশ্চিত করবে।

জিএসটি জালিয়াতি কাণ্ড: হাওড়া-হুগলি ও গুয়াহাটিতে ইডির অভিযানে ১৪.৮৫ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ

ইটানগর, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): প্রায় ১০০ কোটি টাকার জিএসটি জালিয়াতির মামলায় বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ও হুগলি এবং অসমের গুয়াহাটিতে ১৪.৮৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ও সম্পদ অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে ইডি, মঙ্গলবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ইডির ইটানগর সাব-জোনাল অফিস জানিয়েছে, জব্দ সম্পদের মধ্যে রয়েছে 'গণেশ ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি সংস্থার অংশীদারের শেয়ারহোল্ডিং (প্রায় ১১.৮৮ কোটি টাকা মূল্যমান) এবং আরও তিন ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি।

এই জব্দকরণ করা হয়েছে 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট', ২০০২-এর আওতায়, ৩০ মার্চ জারি করা নির্দেশের ভিত্তিতে। একইসঙ্গে ভুয়ো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সংক্রান্ত এই মামলায় ১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের সূত্রপাত একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর বিভিন্ন ধারায় দায়ের করা হয়েছিল। চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি অরুণাচল প্রদেশ, কলকাতা, ঝাড়খণ্ড এবং মণিপুরে মোট ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, 'সিদ্ধি বিনায়ক ট্রেড মার্চেন্ট' নামে একটি সংস্থা আসলে অস্তিত্বহীন শেল কোম্পানি, যা কোনও পণ্য সরবরাহ ছাড়াই ভুয়ো বিল তৈরি করে প্রায় ৯৯.৩১ কোটি টাকার ভুয়ো আইটিসি জেনারেট করেছিল।

ইডি জানায়, এই ভুয়ো আইটিসি একাধিক শেল সংস্থার মাধ্যমে স্তরবিন্যাস করে ঘোরানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে 'এসি এন্টারপ্রাইজ', 'রিয়া ঋশিতা এন্টারপ্রাইজ', 'প্রিন্স এন্টারপ্রাইজ', 'পি এন্টারপ্রাইজ' এবং 'রঙ্গোলি এন্টারপ্রাইজ' প্রভৃতি। তদন্তে দেখা গেছে, এই সংস্থাগুলি তাদের ঘোষিত ব্যবসার ঠিকানায় কার্যত অচল ছিল এবং তাদের পাঠানো সমনও পৌঁছায়নি।

এছাড়াও জানা গেছে, এই সংস্থাগুলি সিমেন্ট, চামড়াজাত পণ্য, বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও লোহা-ইস্পাতের মতো বিভিন্ন পণ্যের ভুয়ো বিল তৈরি করত, যদিও বাস্তবে কোনও লেনদেনই হয়নি বলে কয়েকজন স্বীকারও করেছেন।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, 'রিয়া ঋশিতা এন্টারপ্রাইজ' একটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভুয়ো আইটিসি স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হত।

ইডির দাবি, 'গণেশ ইন্টারন্যাশনাল' (বর্তমানে 'গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল লিমিটেড'), 'ফিনিক্স হাইড্রলিক্স', 'ফামা মার্কেটিং' এবং 'অঞ্জনি ইমপেক্স'এই সংস্থাগুলি ভুয়ো সংস্থাগুলির কাছ থেকে মোট ১৪.৮৫ কোটি টাকার জাল আইটিসি গ্রহণ ও ব্যবহার করেছে, কোনও প্রকৃত পণ্য সরবরাহ ছাড়াই।

এই ভুয়ো আইটিসি ব্যবহার করে জাল ইনভয়েস ও ই-ওয়ে বিলের মাধ্যমে জিএসটি দায় মেটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তে দেখা গেছে, এই সংস্থাগুলি প্রকৃত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ছাড়াই অস্বাভাবিকভাবে বেশি টার্নওভার দেখিয়েছে, যা অর্থপাচারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে জানিয়েছে ইডি।

পুর নিগমের তরফে স্বাস্থ্য শিবির। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিদেশ গিয়ে অপ্রস্তুত হতে না চাইলে মাথায় রাখুন ১০ টি নিয়ম

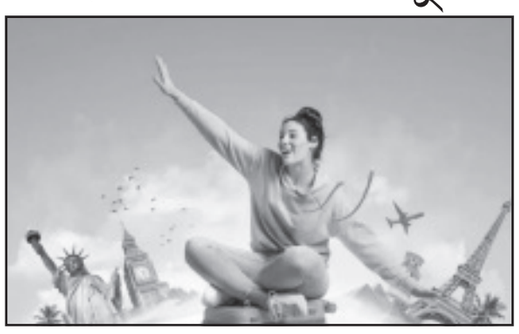

যেকোনও জায়গায় যাওয়ার আগে সেই এলাকার সংস্কৃতি, ইতিহাস আর সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে একটু পড়াশোনা করে নেওয়া উচিত। এতে সেই জায়গার সঙ্গে যেমন মানসিক টান তৈরি হয়, তেমনই নতুন পরিবেশে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে না।

ছুটি পেলেই আজকাল আমরা ব্যাগ গুছিয়ে পাড়ি দিই অজানার উদ্দেশে। পাসপোর্ট-ভিসা আর হোটেলের টিকিট তো গোছানো হল, কিন্তু যে দেশে যাচ্ছেন সেখানকার আদবকেতা বা 'ট্রাভেল এটিকেট' সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল আপনি? মনে রাখবেন, বিদেশের মাটিতে আপনি কেবল একজন পর্যটক নন, বরং নিজের দেশের প্রতিনিধি। আপনার সামান্য একটি ভুল আচরণ যেমন স্থানীয়দের মনে আঘাত দিতে পারে, তেমনই আপনাকে ফেলতে পারে চরম অস্বস্তিতে। তাই অচেনা মুলুকে যাওয়ার আগে ডায়েরিতে টুকে নিন এই ১০টি জরুরি নিয়ম।

যেকোনও জায়গায় যাওয়ার আগে সেই এলাকার সংস্কৃতি, ইতিহাস আর সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে একটু পড়াশোনা করে নেওয়া উচিত। এতে সেই জায়গার সঙ্গে যেমন মানসিক টান তৈরি হয়, তেমনই নতুন পরিবেশে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে না।

আপনার দেশে যা স্বাভাবিক, অন্য দেশে তা ঘোরতর অপরাধ হতে পারে। তাই স্থানীয় আইনের খুঁটিনাটি আগেভাগেই জেনে নিন। কোথাও কোনও সতর্কবার্তা দেখলে তা এড়িয়ে যাবেন না। কোনও বিষয়ে দ্বন্দ থাকলে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ।

সব সময় মাথায় রাখবেন, আপনি সেই দেশের অতিথি। স্থানীয়রা সেখানে তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন কাটাচ্ছেন, আপনি গিয়েছেন বিনোদনের বা কাজের প্রয়োজনের জন্য। তাই তাঁদের নিজস্ব পরিসর ও জীবনধারাকে সম্মান করা উচিত।

পুরো ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই, তবে স্থানীয় ভাষায় 'হ্যালো', 'ধন্যবাদ', 'দুঃখিত' বা 'বাথরুম কোথায়'এই সামান্য কয়েকটি শব্দ শিখে নিলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। বিদেশিদের মুখে নিজের ভাষার বুলি শুনলে স্থানীয়রা যেমন খুশি হন, তেমনই সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেন দ্রুত।

বিদেশে গিয়ে স্থানীয় খাবার চেখে দেখা এক দারুণ অভিজ্ঞতা। তবে খাওয়ার ধরনেও ভিন্নতা থাকে। কোথাও থালা পরিষ্কার করে খাওয়াটা সৌজন্য, আবার কোথাও সেটা অভদ্রতা। কোথাও টিপস দেওয়া দস্তুর, আবার কোথাও তা অপমানজনক। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো জানা থাকলে খাওয়ার আনন্দ বাড়ে কয়েক গুণ। সব দেশে বাজারে গিয়ে দরাদাম করা ভালো চোখে দেখা হয় না। যেখানে এটি চলে না, সেখানে জোর জবরদস্তি করবেন না। বিক্রেতার শ্রম ও পণ্যের সঠিক মূল্য দিতে শিখুন।

নিজের পছন্দের পোশাক নিশ্চয়ই পরবেন, তবে গন্তব্যের সামাজিক পরিবেশের কথা মাথায় রেখে। বিশেষ করে ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক স্থানে প্রবেশের সময় সেখানকার নির্দিষ্ট পোশাকবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

হুটহাট যে কারও ছবি তোলা বা ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা সব জায়গায় অনুমোদিত নয়। কারও ব্যক্তিগত ছবি তোলার আগে সৌজন্যের খাতিরে অন্তত একবার অনুমতি চেয়ে নিন। ভ্রমণের সময় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অন্যদের প্রতি রুক্ষ আচরণ করবেন না। ভিড় জায়গায় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা এবং অন্যের ব্যক্তিগত পরিসরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা একজন সুনাগরিকের পরিচয়। বিদেশের মাটিতে গিয়ে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে তর্কে জড়ানো বা তাদের সংস্কৃতিকে খাটো করা একদমই অনুচিত। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখুন, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না। আপনার আচরণ যেন এমন হয়, যাতে সেই জায়গার মানুষ আপনার দেশ সম্পর্কেও ইতিবাচক ধারণা নিয়ে ফেরে।

হোয়াটসঅ্যাপ কলে আসছে ম্যাজিক ফিচার

মেসেজিং দুনিয়ায় হোয়াটসঅ্যাপের আধিপত্য নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু অডিয়ো বা ভিডিয়ো কলের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ বা পারিপার্শ্বিক শব্দ ভিলেন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে রাস্তাঘাটে বা জনবহুল জায়গায় থাকলে, কথা বলতে বেশ সমস্যা হয়। ঠিক এই সমস্যার গোঁড়া থেকেই উপড়ে ফেলতে চলেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এই ফিচারটির নাম 'নয়েজ ক্যানসেলেশন'।

ফোনে প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা বলছেন, অথচ পাশ দিয়ে যাওয়া বাসের হর্ন বা পাশের বাড়ির বাচ্চার কান্নায় অর্ধেক কথাই শুনতে পেলেন না এমন অভিজ্ঞতায় কমবেশি সবাই তিতিবিরক্ত। তবে এবার সেই বিরক্তি মেটাতে কোমর বেঁধে নামছে মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা। হোয়াটসঅ্যাপে আসতে চলেছে এমন এক ফিচার, যা আপনার চারপাশের যাবতীয় হইহট্টগোল নিমেষে ভ্যানিশ করে

দেবে। মেসেজিং দুনিয়ায় হোয়াটসঅ্যাপের আধিপত্য নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু অডিয়ো বা ভিডিয়ো কলের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ বা পারিপার্শ্বিক শব্দ ভিলেন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে রাস্তাঘাটে বা জনবহুল জায়গায় থাকলে, কথা বলতে বেশ সমস্যা হয়। ঠিক এই সমস্যার গোঁড়া থেকেই উপড়ে ফেলতে চলেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এই ফিচারটির নাম 'নয়েজ ক্যানসেলেশন'।

রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ফিচারটি কাজ করবে একটি বিশেষ ফিল্টারের মতো। আপনি যখনই কোনও কল রিসিভ করবেন বা কল করবেন, এই ফিল্টারটি সক্রিয় হয়ে আপনার গলার আওয়াজকে আলাদা করে চিনতে পারবে। এর ফলে রাস্তার গাড়ির আওয়াজ, জোরে চলা পাখার শব্দ কিংবা আশপাশের মানুষের গুঞ্জন সবকিছুই ছেঁটে ফেলবে অ্যাপটি। ফোনের ওপারে থাকা মানুষটি আপনার গলার স্বর শুনতে পাবেন একদম স্টুডিওর মতো পরিষ্কার।

আইফোন ব্যবহারকারীরা ইতিমধ্যেই 'ভয়েস আইসোলেশন' ফিচারের সুবিধা পান। কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ এতদিন সেভাবে ছিল না। হোয়াটসঅ্যাপের এই বিল্ট-ইন ফিচারটি তাই সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দেবে অ্যান্ড্রয়েড ইউজারদেরই। আলাদা কোনও সেটিংস ছাড়াই অ্যাপের ভেতর থেকেই এখন অপ্রয়োজনীয় শব্দ ঠেকানো সম্ভব হবে।

গোপনীয়তা কি বজায় থাকবে?

নতুন কোনও প্রযুক্তি মানেই ব্যবহারকারীদের মনে একটা খটকা থাকে-'আমার কথা কি কেউ আড়ি পেতে শুনছে?' হোয়াটসঅ্যাপ অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, নয়েজ ফিল্টার করার সময় আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসিতে কোনও আঁচ আসবে না। এই ফিচারটির ক্ষেত্রেও 'এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন' বজায় থাকবে। অর্থাৎ, আপনার কল আগের মতোই সুরক্ষিত থাকছে, শুধু মাঝখান থেকে বিদায় নিচ্ছে অবাঞ্ছিত শব্দগুলো।

কবে মিলবে এই সুবিধা?

আপাতত এই ফিচারটি নিয়ে কাজ চলছে জোরকদমে। খুব শীঘ্রই বিটা টেস্টারদের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সাধারণ ব্যবহারকারীদের ফোনেও আপডেট পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত। সুতরাং, এবার থেকে ট্রেন বা বাসে দাঁড়িয়েও প্রিয়জনের সঙ্গে আড্ডা হবে কোনও বাধা ছাড়াই!

কথায় কথায় হাসলে হার্ট ভালো থাকে

কথায় কথায় হাসলে হার্ট বা হৃদপিণ্ড সবথেকে বেশি উপকৃত হয়। হাসির ফলে রক্তনালীগুলো প্রসারিত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন বা ব্লাড সার্কুলেশন অনেক মসৃণ হয়। এর ফলে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা কয়েক গুণ কমে যায়। মূলত, হাসি আপনার হৃদপিণ্ডকে এক ধরণের অদৃশ্য সুরক্ষা কবচ দেয়। কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের হাসানোর জন্য আলাদা কোনও জোকসের প্রয়োজন হয় না। বন্ধুদের আড্ডায় হোক বা অফিসের লাঞ্চ ব্রেকে- কথায় কথায় হেসে লুটোপুটি খাওয়া তাঁদের স্বভাব। অনেকে হয়তো একে 'খ্যাপামি' বলে মশকরা করেন, কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য বলছে, এই অভ্যাসই আসলে তাঁদের দীর্ঘায়ুর মহৌষধ। হাসির দমকে যখন আপনার পেট খিলখিল করে ওঠে, তখন শরীরের অন্দরে ঘটে যায় একগুচ্ছ ম্যাজিক। জানেন কী কী ঘটে?

পেশির ব্যায়াম- আপনি যখন প্রাণ খুলে হাসেন, তখন আপনার শরীরের শক্ত হয়ে থাকা পেশিগুলো শিথিল হতে শুরু করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাসির সময় শরীরে বিশেষ কিছু রাসায়নিক নির্গত হয় যা প্রাকৃতিক 'পেইনকিলার' হিসেবে কাজ করে। ফলে শরীরের দীর্ঘদিনের কোনও ব্যথা বা যন্ত্রণার ক্ষেত্রে আপনার সহ্যশক্তি এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায়। যারা একটু বেশি হাসেন, তাঁদের শারীরিক জড়তাও অন্যদের তুলনায় কম থাকে।

হার্টের জন্য উপকারী- কথায় কথায় হাসলে হার্ট বা হৃদপিণ্ড সবথেকে বেশি উপকৃত হয়। হাসির ফলে রক্তনালীগুলো প্রসারিত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন বা ব্লাড সার্কুলেশন অনেক মসৃণ হয়। এর ফলে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা কয়েক গুণ কমে যায়। মূলত, হাসি আপনার হৃদপিণ্ডকে এক ধরণের অদৃশ্য সুরক্ষা কবচ দেয়।

স্মৃতিশক্তির উন্নতি- হাসি কেবল ঠোঁটের ব্যায়াম নয়, এটি মস্তিষ্কের জন্যও দারুণ কার্যকর। হাসলে মস্তিষ্কে স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়, ফলে মানসিক চাপ বা অবসাদ আপনার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আপনার স্মৃতিশক্তির ওপর। যারা হাসিখুশি থাকেন, তাঁদের মনে রাখার ক্ষমতা এবং কাজে মনোযোগ অন্যদের চেয়ে বেশি থাকে বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। মেদ ঝরানোর সহজ উপায় জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে যাদের অনীহা, তাঁদের জন্য হাসি হতে পারে সেরা বিকল্প। সমীক্ষা বলছে, টানা এক মিনিট প্রাণ খুলে হাসলে শরীরে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে, তা প্রায় দশ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে শরীরচর্চা করার সমান। হাসির ফলে শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক হার বৃদ্ধি পায়, যা পরোক্ষভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

অ্যান্টিবডির রক্ষাকবচ- যাঁরা কথায় কথায় হাসেন, তাঁদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। লাফিং থেরাপির মাধ্যমে শরীরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা বাইরের রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে শরীরকে প্রস্তুত রাখে। এছাড়া রাতে যাদের অনিদ্রার সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য হাসি হল সেরা ঘুমের ওষুধ। তাই পরের বার যখন কেউ আপনার হাসি দেখে অবাক হবে, তাঁদের জানিয়ে দিন-আপনি আসলে অকারণে নয়, নিজের আয়ু বাড়াতে হাসছেন।

ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবি কি বদলে দিতে পারে আপনার ভাগ্য

পারিবারিক ছবি বা দেব-দেবীর প্রতিকৃতি লাগিয়ে থাকি। কিন্তু আপনি কি জানেন, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এই ছবিগুলি আপনার ভাগ্য গড়ার বা বিগড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে? ভুল দিকে লাগানো একটি ছবি সংসারে অশান্তি, আর্থিক অনটন এমনকি মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তাই দেয়ালে ছবি টাঙানোর আগে বাস্তুর এই নিয়মগুলি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ঘরকে সুন্দর করে সাজাতে আমরা অনেকেই দেয়ালে শৌখিন পেইন্টিং, পারিবারিক ছবি বা দেব-দেবীর প্রতিকৃতি লাগিয়ে থাকি। কিন্তু আপনি কি জানেন, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এই ছবিগুলি আপনার ভাগ্য গড়ার বা বিগড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে? ভুল দিকে লাগানো একটি ছবি সংসারে অশান্তি, আর্থিক অনটন এমনকি মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তাই দেয়ালে ছবি টাঙানোর আগে বাস্তুর এই নিয়মগুলি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শ্রদ্ধাবশত অনেকেই প্রয়াত পূর্বপুরুষদের ছবি ঠাকুরঘরে বা যত্রতত্র লাগিয়ে ফেলেন। বাস্তু মতে এটি বড় ভুল। পূর্বপুরুষের ছবি সবসময় ঘরের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে লাগানো উচিত। মনে রাখবেন, তাঁদের ছবি কখনোই ঠাকুরঘরে দেব-দেবীর মূর্তির সাথে রাখা উচিত নয়।

সংসারে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখতে দেব-দেবীর ছবি অত্যন্ত শুভ। তবে এর জন্য নির্দিষ্ট দিক রয়েছে। দেব-দেবীর মূর্তি বা ছবি সবসময় ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে (ঈশান কোণ) রাখা বা টাঙানো সবথেকে ভালো। এতে ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে। বসার ঘরে অনেকেই ঝরনা বা সমুদ্রের ছবি লাগাতে পছন্দ করেন। বাস্তু মতে, জল সংক্রান্ত ছবি সবসময় উত্তর বা পূর্ব দিকে থাকা উচিত। যদি ঝরনার ছবি দক্ষিণ দিকে লাগানো থাকে, তবে তা অহেতুক অর্থ ব্যয় এবং ক্যারিয়ারে অবনতির ইঙ্গিত দেয়। আরও একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন ছবির জলের প্রবাহ যেন ঘরের ভিতরের দিকে থাকে, বাইরের দিকে নয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একতা ও ভালোবাসা অটুট রাখতে ছবির দিক নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক।

পরিবারের সবাই মিলে তোলা 'গ্রুপ ফটো' বা ছবি টাঙানোর সেরা জায়গা হলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। এই দিকটি সম্পর্কের ভিত মজবুত করে। ভুলেও পারিবারিক ছবি উত্তর বা পূর্ব দিকের কোণে লাগাবেন না, এতে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তে পারে। ভুল করেও লাগাবেন না এই ধরণের ছবি! বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, কিছু ছবি নেতিবাচক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। হিংস্র পশু (সিংহ, চিতা বা বাঘ)-এর ছবি। যুদ্ধ বা লড়াইয়ের দৃশ্য। কাঁটাযুক্ত গাছ বা শুকিয়ে যাওয়া গাছের ছবি। এই ধরণের ছবি মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে এবং জীবনে হতাশা ও পতনের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। ঘর সাজানোর সময় সামান্য এই সচেতনতা আপনার জীবনে বয়ে আনতে পারে অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ব্লাশ কিছুতেই মুখে মানাচ্ছে না? সঠিক রং বাছুন কিভাবে

সঠিক ব্লাশ কেনার প্রথম ধাপ হলো নিজের ত্বকের আন্ডারটোন চেনা। হাতের কবজির শিরার রঙ যদি নীল বা বেগুনি হয়, তবে তা 'কুল' আন্ডারটোন। শিরা সবুজ দেখালে সেটি 'ওয়ার্ম' আর দুইয়ের মিশ্রণ থাকলে তা 'নিউট্রাল' আন্ডারটোন হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আন্ডারটোন বুঝে মেকআপ করলে সাজ হবে নিখুঁত।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাশ লাগাতে গিয়ে অনেকেই দ্বিধায় পড়ে যানকোন রঙের ব্লাশটি আজ গালে মানাবে? সামান্য একটু রঙের ছোঁয়া যেমন চেহারায় নিমেষেই সতেজতা আর আভিজাত্য নিয়ে আসতে পারে, তেমনই ভুল শেডের নির্বাচনে পুরো সাজটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। মেকআপ মানে কেবল রঙ মাখা নয়, বরং নিজের ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাকে ফুটিয়ে তোলা। আর এই কাজে ব্লাশের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু আপনার ত্বকের জন্য সঠিক ব্লাশ কোনটি? বিশেষজ্ঞ ও রূপটান শিল্পীদের মতে, কেবল গায়ের রঙ নয়, বরং ত্বকের 'আন্ডারটোন' বুঝে সঠিক ফর্মুলা বেছে নিতে হবে। তাহলেই সাজ হবে পরিপূর্ণ।

সঠিক ব্লাশ কেনার প্রথম ধাপ হল নিজের ত্বকের আন্ডারটোন চেনা। হাতের কবজির শিরার রঙ যদি নীল বা বেগুনি হয়, তবে তা 'কুল' আন্ডারটোন। শিরা সবুজ দেখালে সেটি 'ওয়ার্ম' আর দুইয়ের মিশ্রণ থাকলে তা 'নিউট্রাল' আন্ডারটোন হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আন্ডারটোন বুঝে মেকআপ করলে সাজ হবে নিখুঁত। ত্বকের বর্ণ অনুযায়ী সঠিক শেড কিভাবে বাছবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, সব রঙের ব্লাশ সব ধরনের ত্বকে সমানভাবে ফোটে না। গায়ের রঙের ওপর ভিত্তি করে ব্লাশ নির্বাচনের কিছু সহজ নিয়ম রয়েছে: ফর্সা ত্বক: যারা খুব ফর্সা, তাদের জন্য হালকা গোলাপি বা পিচ রঙ সবচেয়ে ভালো। খুব গাঢ় রঙ ব্যবহার করলে তা কৃত্রিম মনে হতে পারে। হালকা রঙের ছোঁয়া চেহারায় একটি প্রাকৃতিক লাবণ্য নিয়ে আসে। উজ্জ্বল থেকে শ্যামলা ত্বক: এশীয় অঞ্চলের মানুষের ত্বকের রঙ সাধারণত মাঝারি বা শ্যামবর্ণের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোরাল, রোজি পিঙ্ক বা উজ্জ্বল পিচ রঙ সবচেয়ে বেশি মানানসই। এই রঙগুলো ত্বকে একটি উষ্ণ ভাব তৈরি করে যা দেখতে অত্যন্ত সজীব লাগে।

চাপা গায়ের রঙ: গভীর বা চাপা গায়ের রঙের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বেরি, ব্রিক রেড বা টেরাকোটা রঙ বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এই গাঢ় রঙগুলো চাপা ত্বকে খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এবং চেহারায় আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলে।

সুস্থ থাকতে কীভাবে সাজাবেন ঘর?

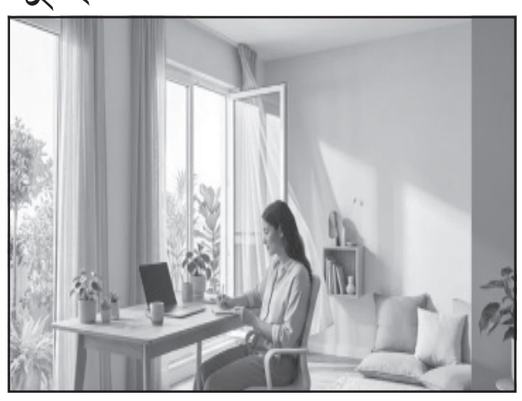

ইদানীং অন্দরসজ্জার দুনিয়ায় একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের মতো দেশেও এখন বাড়ি বা অফিস সাজানোর ক্ষেত্রে 'অ্যাস্থেটিকস' বা বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়েও গুরুত্ব পাচ্ছে সেখানে বসবাসকারী মানুষের অনুভূতি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি ঘর কীভাবে সাজানো হয়েছে, তার ওপর সরাসরি নির্ভর করে মানুষের চিন্তাভাবনা আর কাজ করার ক্ষমতা।

সারাদিন খাটাখাটনির পর যখন বাড়ি ফেরেন, তখন ঘরের পরিবেশটা আপনাকে কতটা আরাম দেয়? অথবা অফিসের কাজের চাপে যখন মাথা ধরে যায়, তখন চারপাশের দেয়ালগুলো কি আপনাকে আরও বেশি দিশেহারা করে তোলে? মনে হয় যে আপনি চার দেওয়ালে বন্দি? এক সময় অন্দরসজ্জা বা ইন্টেরিয়র ডিজাইন মানেই ছিল বাহারি আলো আর দামী আসবাবের আস্ফালন। কিন্তু ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে সেই সংজ্ঞা আমূল বদলে গিয়েছে। ঘর এখন আর শুধু সাজানোর জায়গা নয়, বরং আপনার মানসিক প্রশান্তি আর কাজের উদ্যম বাড়ানোর প্রধান হাতিয়ার। বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ-সবার কাছেই এখন অন্দরসজ্জার মূল মন্ত্র হল 'ওয়েলবিয়িং' বা সামগ্রিক সুস্থতা।

ইদানীং অন্দরসজ্জার দুনিয়ায় একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের মতো দেশেও এখন বাড়ি বা অফিস সাজানোর ক্ষেত্রে 'অ্যাস্থেটিকস' বা বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়েও গুরুত্ব পাচ্ছে সেখানে বসবাসকারী মানুষের অনুভূতি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি ঘর কীভাবে সাজানো হয়েছে, তার ওপর সরাসরি নির্ভর করে মানুষের চিন্তাভাবনা আর কাজ করার ক্ষমতা। তাই কেবল স্টাইল নয়, ডিজাইন এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার এক বিশেষ কৌশল হিসেবে।

নতুন প্রজন্মের ঘরবাড়ি বা অফিসের নকশায় সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে 'বায়োফিলিক ডিজাইন'-এর ওপর। এই ডিজাইনে চারপাশের কংক্রিটের মাঝেও সুকৌশলে প্রকৃতির ছোঁয়া রাখা থাকে। বারান্দায় গাছের সারি, বড় জানলা দিয়ে আসা প্রচুর প্রাকৃতিক আলো আর ঘরে হাওয়া চলাচলের সঠিক ব্যবস্থাএগুলো এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং সুস্থ থাকার প্রাথমিক শর্ত। গবেষণা বলছে, দিনের বেলা যারা পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পান, তাঁদের মেজাজ বা 'মুড' অনেক ভালো থাকে। শুধু তাই নয়, ঘরের ভেতরে ছোট বাগান বা গাছ থাকলে তা মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে।

কথায় বলে, অগোছালো ঘর মানেই অগোছালো মন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ঘরের আসবাব যদি ঘিঞ্জি হয় বা চারপাশ অগোছালো থাকে, তবে তা চোখে পড়ার আগেই মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একে বলা হয় 'ভিজ্যুয়াল স্ট্রেস'। আধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইনে তাই প্রচুর 'স্টোরেজ' বা আলমারির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে যাতে অপ্রয়োজনীয় জিনিস চোখের সামনে না থাকে। যত ফাঁকা আর গোছানো জায়গা হবে, তত বেশি কাজের একাগ্রতা বাড়বে এবং উদ্বেগ কমবে বলে জানাচ্ছেন মনোবিজ্ঞানীরা।

দেয়ালের রঙে এখন মাটির ছোঁয়া বা টেরাকোটা রঙের ব্যবহার বাড়ছে। তামাটে বাদামী বা হালকা হলুদাভ রঙ মনে স্থৈর্য্য নিয়ে আসে। এর পাশাপাশি বর্তমানের ঘরগুলোতে তৈরি হচ্ছে আলাদা 'মেডিটেশন কর্নার' বা একান্তে সময় কাটানোর শৌখিন জায়গা। নিজের শখের কাজ করার জন্য আলাদা একটু নিভৃত কোণ থাকলে তা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ভীষণ সাহায্য করে।

অন্দরসজ্জা এখন আর কেবল শৌখিনতা নয়। আপনার অন্দরমহল যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়, তবে আপনার জীবনটাও হয়ে উঠবে আরও বেশি ছন্দময়। কারণ, দিনশেষে ঘরে এসে শান্তি পেলে আপনার মনও ভালো থাকবে।

মহাবীর জয়ন্তীতে গান্ধীনগরে সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়ামের উদ্বোধন করলেন মোদি

গান্ধীনগর, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগরের কোবা তীর্থে সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়ামের উদ্বোধন করলেন। মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে এই মিউজিয়াম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মিউজিয়ামের বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখেন এবং জৈন ধর্মের বিবর্তন তুলে ধরা বিরল নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেন।

মহাবীর জৈন আরাধনা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অবস্থিত এই মিউজিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে সম্রাট সম্প্রতির নামে, যিনি সম্রাট অশোকের পৌত্র এবং জৈন ধর্মে অহিংসা প্রচার ও ধর্ম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য পরিচিত।

এই মিউজিয়ামটি জৈন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে সাতটি পৃথক গ্যালারি রয়েছে, যেখানে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। দর্শনার্থীরা এখানে জৈন ধর্মের ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক চিত্র দেখতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী মিউজিয়াম পরিদর্শনের সময় পাথর ও ধাতুর সূক্ষ্ম নকশার মূর্তি, তীর্থ পট্ট, যন্ত্র পট্ট, ক্ষুদ্রচিত্র, রুপোর রথ, প্রাচীন মুদ্রা এবং ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি সহ একাধিক প্রদর্শনী দেখেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই মিউজিয়ামে ২,০০০-রও বেশি বিরল নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে, যা জৈন দর্শন ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত বহু শতাব্দী পুরনো সংগ্রহকে তুলে ধরে।

এখানকার গ্যালারিগুলিতে আধুনিক ডিজিটাল ও অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে দর্শনার্থী, গবেষক এবং বিদ্বজ্জনেরা আরও সহজে ও আকর্ষণীয়ভাবে এই ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারেন।

একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্টে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই মিউজিয়ামের সাতটি গ্যালারি ভারতের গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এবং জৈন সংস্কৃতির মানবকল্যাণে অবদানও প্রদর্শন করে।

সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, এই মিউজিয়াম জৈন ধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে তুলে ধরে এবং দর্শনার্থীদের ধর্মটির বিকাশ সম্পর্কে গভীর ধারণা দিতে সাহায্য করবে।

গুজরাট সফরের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

দেরাদুনে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের খুনে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অভিযোগ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): দেরাদুনে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ভি. কে. যোশীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ডের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি এই ঘটনাকে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ ভাঙনের প্রতিফলন বলে মন্তব্য করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে রাহুল গান্ধী বলেন, সকালে হাঁটতে বেরিয়ে দিনের আলোয় এক প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের এভাবে খুন হওয়া অত্যন্ত নৃশংস ও উদ্বেগজনক। তাঁর মতে, এই ঘটনা স্পষ্ট করে যে উত্তরাখণ্ডে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যারা দেশের সুরক্ষার জন্য সীমান্তে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারা এখন নিজেদের শহরেই নিরাপদ নন। সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

বিজেপিকে নিশানা করে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসনে অপরাধীরা সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় বেশি নিরাপদ বোধ করছে। তাঁর কথায়, একসময় শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হিসেবে পরিচিত উত্তরাখণ্ড এখন সহিংসতা ও অনিরাপত্তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে "অকার্যকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতৃত্বের" কারণে।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে দেরাদুনের রাজপুর এলাকায় দুটি গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। সেই সময় সকালে হাঁটতে বেরোনো ব্রিগেডিয়ার ভি. কে. যোশী গুলির মাঝে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের ধরতে একাধিক দল গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠেছে।

ঔপনিবেশিক মানসিকতার জন্য অতীতে পাণ্ডুলিপি অবহেলিত জৈন মিউজিয়াম উদ্বোধনে কেন্দ্রকে আক্রমণ মোদির

গান্ধীনগর, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): অতীতের সরকারগুলির "ঔপনিবেশিক মানসিকতা"-র কারণে ভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে অবহেলা হয়েছে বলে মঙ্গলবার অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের গান্ধীনগরের কোবা তীর্থে সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়ামের উদ্বোধন করে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের দায়িত্ব ছিল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলিকে চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা, কিন্তু সেই কাজ যথাযথভাবে হয়নি।

তিনি বলেন, "ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে এই দিকে কোনও নজর দেওয়া হয়নি। আগের সরকারগুলির এই ভুল এখন সংশোধন করা হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র 'জ্ঞান ভারতম মিশন' শুরু করেছে, যার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপিগুলিকে ডিজিটাইজেশন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, জাতীয় সমীক্ষার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষও পাণ্ডুলিপি আপলোড করে এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন।

গান্ধীনগরের মহাবীর জৈন আরাধনা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অবস্থিত এই মিউজিয়াম জৈন উপাসনার কেন্দ্রের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করবে বলে জানান তিনি। এখানে প্রায় হাজার বছরের পুরনো জৈন নিদর্শন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে।

কোবা তীর্থকে শান্তি ও সাধনার স্থান হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বহুদিন ধরে এখানে অধ্যয়ন, আধ্যাত্মিক সাধনা ও শৃঙ্খলার ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, অনেক সভ্যতা চিন্তাধারা ও আদর্শ তৈরি করলেও ক্ষমতার মুখে পড়ে অনেক শাসক সেই মূল্যবোধ ত্যাগ করেছেন। তবে সম্রাট সম্প্রতি ক্ষমতায় থেকেও অহিংসার প্রচার করেছিলেন, যা এই মিউজিয়ামে তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, মিউজিয়ামের নকশায় ভারতের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের প্রতিফলন রয়েছে। বেদ, পুরাণ ও আয়ুর্বেদের মতো ঐতিহ্য এখানে স্থান পেয়েছে, যা বর্তমান অস্থির বিশ্বপরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী জৈন সাধুদের অবদানও উল্লেখ করেন, বিশেষ করে আচার্য পদ্মসাগরসুরিশ্বরজি-র মতো ব্যক্তিত্বদের, যাঁরা সারা দেশ থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মিউজিয়ামে সাতটি গ্যালারিতে পাথর ও ধাতুর মূর্তি, তীর্থ পট্ট, যন্ত্র পট্ট, ক্ষুদ্রচিত্র, রুপোর রথ, মুদ্রা এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হচ্ছে। ডিজিটাল ও অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে দর্শক ও গবেষকদের জন্য এগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। দুই হাজারেরও বেশি নিদর্শন এবং তিন লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপি নিয়ে এই মিউজিয়াম ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

এছাড়াও, লোথালের সামুদ্রিক জাদুঘর ও ভাদনগরের মিউজিয়ামের মতো অন্যান্য প্রকল্পের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন এই ধরনের উদ্যোগ "রাজনৈতিক বর্ণনা বা ভোটব্যাঙ্কের চিন্তার বাইরে" গিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এফিডেভিট

আমি স্বপ্না নাথ, স্বামী সুজিত কুমার নাথ, সোনাইছড়ি, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরার বাসিন্দা ঘোষণা করছি যে, এফিডেভিট নম্বর ৬৩৪ নোটারি পাবলিক সাব্রুম ৩০ মার্চ ২০২৬ সম্মুখে আমি আমার নাম স্বপ্না নাথ থেকে স্বপ্না দেবনাথ পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমি স্বপ্না দেবনাথ নামেই পরিচিত হব। স্বপ্না দেবনাথ এবং স্বপ্না নাথ উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

স্বা :
স্বপ্না দেবনাথ

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref: East Agartala Women PS Case NO-2026 WEA 008 Dated: 09/03/2026 U/S-69/89 of BNS

পাশের ছবিটি শ্রী বনমালী সিনহা, পিতা-শ্রী সান্তবাবু সিনহা, সাং-বিলাসপুর, থানা-কৈলাসহর, ঊনকোটি ত্রিপুরা, উপরে উল্লেখিত মোকাদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করেছে।

উপরে উল্লেখিত মোকাদ্দমায়, পলাতক আসামী শ্রী বনমালী সিনহার সম্বন্ধে কাহারো নিকট কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। পূর্ব আগরতলা মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-2231/26

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
(PUBLIC HEALTH SECTION)
AGARTALA

Notice Inviting Short Quotation No.1/2025-26

Sealed quotations are hereby invited from the resourceful suppliers/Agency/Firms to submit the quotation with rate of the item on urgent basis. The Notice inviting Short Quotation could be seen in the Agartala Municipal Corporation website www.agartala.city.tripura.gov.in & Tripura State Portal.

Sl No.	Name of Descripiton	Quantity	Rate	Remarks
1	TEMEPHOS 50% E.C registrations must be registared with insecticide board.	400 Ltrs		

The filled quotation along with the required documents must reach to the office of the undersigned on 02/04/2026 by 12:00 PM in Tender Box. The party shall submit the quotation in sealed envelope which shall be opened in the office of the undersigned on 07/04/2026 at 4:00 PM, if possible.

Authority reserved the right to reject the quotation without assigning any reason.

Terms & Condition:

1. The agency/Firm shall be an Indian Citizen.
2. The agency/Firm shall have Valid GST Registration.
3. It will be deducted from source; PAN Card Copy shall be submitted along with quotation.
4. Bank Account Number, IFS Code, Branch name shall be submitted for payment.
5. The quotationer shall quote the rate of item keeping in mind the quality of the item. The AMC authority will not compromise with quality of the item.
6. Manufacturing of chemical shall be not more than 3(three) month of the date of delivery.
7. Avaibility of test report from central Govt. / NAB/IAC to be submitted for the item No.1

Health Officer
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
(PUBLIC HEALTH SECTION)
AGARTALA

Notice Inviting Short Quotation No.1/2025-26

Sealed quotations are hereby invited from the resourceful suppliers/Agency/Firms to submit the quotation with rate of the item on urgent basis. The Notice inviting Short Quotation could be seen in the Agartala Municipal Corporation website www.agartala.city.tripura.gov.in & Tripura State Portal.

Sl No.	Name of Descripiton	Quantity	Rate	Remarks
1	Bleaching Powder Product Description:- 25 Kg per bag, 3 layer of packing containing 35% of Chlorine, ISI Mark	600 Ltrs		

The filled quotation along with the required documents must reach to the office of the undersigned on 02/04/2026 by 12:00 PM in Tender Box. The party shall submit the quotation in sealed envelope which shall be opened in the office of the undersigned on 07/04/2026 at 4:00 PM, if possible.

Authority reserved the right to reject the quotation without assigning any reason.

Terms & Condition:

1. The agency/Firm shall be an Indian Citizen.
2. The agency/Firm shall have Valid GST Registration.
3. It will be deducted from source; PAN Card Copy shall be submitted along with quotation.
4. Bank Account Number, IFS Code, Branch name shall be submitted for payment.
5. The quotationer shall quote the rate of item keeping in mind the quality of the item. The AMC authority will not compromise with quality of the item.
6. Manufacturing of chemical shall be not more than 3(three) month of the date of delivery.
7. Avaibility of test report from central Govt. / NAB/IAC to be submitted for the item

Health Officer
Agartala Municipal Corporation

আগরতলা পৌর নিগম
মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কার্যালয়
সিটি সেন্টার কমপ্লেক্স, আগরতলা,
ফোন ঃ ০৩৮১-২৩৮৫৬৪৬, ২৩৮৫৫০৭

ই-মেল: amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com

(MEMO)

আগরতলা পৌর নিগমের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, AMC-এর সকল কর সংগ্রহ কেন্দ্র (সমস্ত জোনাল অফিস/ওয়ার্ড অফিস) ০১/০৪/২০২৬ হতে ০৫/০৪/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এটি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য GIS-ভিত্তিক সম্পত্তি কর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কারণে করা হচ্ছে। অতএব, ০৬/০৪/২০২৬ তারিখ থেকে AMC-এর সকল কর সংগ্রহ কেন্দ্র (সমস্ত জোনাল অফিস/ওয়ার্ড অফিস) পুনরায় স্বাভাবিকভাবে কার্যক্রম শুরু করবে।

এই বিষয়ে AMC-এর সকল সহকারী মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sd/- Illegible
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

The Chief Executive Officer, Melaghar Municipal Council invites online percentage rate e-tenders from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/ MES/ Railway from 09:00 hrs. of 31/03/2026 for the following works through e-tender portal:

Sl.	Tender ID	DNIeT No.	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Time of Completion	Last date and time of bid submission
01	2026_Urban_71779_1	15/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	16,46,345.00	32,927.00	180 Days	Up to 15.00 hrs. on 30/04/2026
02	2026_Urban_71801_1	09/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	19,85,581.00	39,712.00	180 Days	
03	2026_Urban_71802_1	12/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	20,00,342.00	40,007.00	180 Days	
04	2026_Urban_71806_1	10/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	19,92,974.00	39,860.00	180 Days	
05	2026_Urban_71809_1	17/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	16,44,994.00	32,900.00	180 Days	
06	2026_Urban_71811_1	13/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	16,57,216.00	33,144.00	180 Days	
07	2026_Urban_71825_1	11/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	21,89,205.00	43,784.00	180 Days	
08	2026_Urban_71828_1	14/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	19,81,323.00	39,626.00	180 Days	
09	2026_Urban_71829_1	16/MMC/MLG/DNIeT/2025-26	19,03,346.00	38,067.00	180 Days	

The press notice is also available on https://tripuratenders.gov.in

Sd/-
Chief Executive Officer Melaghar
Municipal Council Melaghar, Sepahijala, Tripura

ICA/C-4993/26

পলাতক আসামীগণের সন্ধান চাই

Ref : Amtali PS Case No. 2026 AMT 013, datat 06/03/2026 U/S126(2)/118(2)/109/303/3(5)of BNS.

পাশের ছবিগুলি ১) শ্রী পাপন মালাকার পিতা- কালীপদ মালাকার। বয়স-১৯ বছর উচচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্জি, চুল-কালো, চোখ-কালো।
২) শ্রী বিশাল দাস, পিতা-শ্রী সুজিত দাস, বয়স- ২২ বছর, উচ্চতা-কে ফুট ৭ ইন্ত্রিক। চুল-কালো, চোখ-কালো।
৩) শ্রী শুভঙ্কর দাস, পিতা-শ্রী সুজিত দাস, বয়স-২৫ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ২ উন্নিত। চুল কালো, চোখ-কালো।
৪) শ্রী রাজু দাস (কজন), পিতা- শ্রী কাজল কান্তি দাস, বয়স-৩০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঙ্গিত, টুল-কালো, চোখ- কালো।
৫) শ্রী সঞ্জয় দাশ (সঞ্জু) লিগ- শ্রী কাজল কান্তি দাস, বয়স-৩২ বছর, উচ্চতা- ৫ফুট ৫ ইতি, চুল-কালো, চোখ - কালো।
৬) শ্রী অনন্ত দাস @ সোনাই, পিতা- অল্প রঞ্জন দাস, বয়স-২৩ বছর। উদ্বগ-৫ ফুট ৫ ইঙ্গিত, চুল-কালো, চোখ-কালো।
৭) শ্রী অভিষেক সালাফোর, পিতা- অ্যাত, বয়স- ২০ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। চুল-কালো, চোখ-কালো।
৮) শ্রী বিজয় দাস, পিতা-মৃত নির্মল চন্দ্রদায়, বয়স-২৫ বছর, উচা-৫ ফুট ৫ ইট্যান্ড, চুল-কালো, চোখ-কালো।
৯) শ্রী সবুজ নয়, পিতা শ্রী স্বপন নাম, উচ্চতা- ৫ফুট ৫ ইদিও, চুল-কালো, সকালের বাড়ী রবীন্দ্রনঙ্গ সংঘ, থানা-আমতলী পানে ত্রিপুরা,

উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায়, পলাতক আসামীগন সমন্ধে কাহারো নিকট কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিম্বিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ বারার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম সিগুরা)- ০৩৮১ - ২৩২- ৩৫৮৪
২) সি টি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪ / ১০০
৩) আমতলী থানা -০৩৮১ -২৩৭ -০৩৮৫

পুলিশ সুপার,পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/2230/26

নকশালমুক্ত ভারতের ডেডলাইনের আগে ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ আরও দুই মাওবাদীর

রায়পুর/কাঙ্কের, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): কেন্দ্রের নির্ধারিত "নকশালমুক্ত ভারত" গড়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় আরও দুই মাওবাদী আত্মসমর্পণ করলেন। এই ঘটনায় বামপন্থী উগ্রবাদ দমনের অভিযানে নতুন গতি এসেছে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, 'হিদমে' ও 'শঙ্কর' নামে পরিচিত ওই দুই মাওবাদী কাঙ্কেরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁদের কাছে থাকা অস্ত্র জমা দেন। তাঁদের মধ্যে একজনের কাছে একটি একে-৪৭ রাইফেল ছিল, যা উদ্ধার হওয়ায় মাওবাদীদের অস্ত্রশক্তি দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মাওবাদী মতাদর্শে হতাশা এবং এলাকায় উন্নয়নের সম্ভাবনা বাড়ায় মূল স্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই দুই ব্যক্তি।

গত কয়েক বছরে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। রাজ্যের পুনর্বাসন নীতির আওতায় হাজার হাজার মাওবাদী ইতিমধ্যেই সহিংসতার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন। যদিও এখনও কাঙ্কের জেলার জঙ্গলে প্রায় ১১৫ জন সক্রিয় মাওবাদী রয়েছে বলে অনুমান প্রশাসনের।

এদিকে, সোমবার লোকসভায় 'নকশালমুক্ত ভারত' নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, একসময় ১২টি রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত 'রেড করিডর'-এ নকশাল প্রভাব এখন অনেকটাই কমে এসেছে। বিশেষ করে বাস্তার অঞ্চলে নকশালবাদ প্রায় সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, বাস্তার অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে স্কুল ও রেশন দোকান খোলার মতো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রশাসনের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়।অন্যদিকে, সোমবারই রাজনন্দগাঁও জেলার মোহলা-মানপুর-অম্বাগড় চৌকি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী একটি বড় মাওবাদী অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করে। সেখানে একটি একে-৪৭, একটি ইনসাস রাইফেল এবং ৪৬ রাউন্ড জীবন্ত গুলি পাওয়া গেছে, যা মাওবাদী নেটওয়ার্কের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকার ৩১ মার্চ, ২০২৬-কে দেশ থেকে নকশালবাদ নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক নিরাপত্তা অভিযান, উন্নয়নমূলক কাজ এবং আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতির ফলে নকশাল প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্মূল করা কিছুটা কঠিন হলেও পরিস্থিতি এখন নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে অনেকটাই অনুকূল। কাঙ্কেরের সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অবশিষ্ট মাওবাদীদের আত্মসমর্পণে উৎসাহিত করতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

হিদমে ও শঙ্করের আত্মসমর্পণ ছত্তিশগড়ের নকশাল-প্রভাবিত এলাকায় বদলে যাওয়া পরিস্থিতিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির চতুর্থ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ময়নাগুড়িতে বদল প্রার্থী

কলকাতা, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার চতুর্থ দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই তালিকায় মোট ১৩ জন নতুন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীও বদল করা হয়েছে।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এখনও ছয়টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা বাকি রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।

নতুন তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি কেন্দ্র থেকে প্রাক্তন বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী গিরিজা শঙ্কর রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে।এছাড়া, কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ ঠক, যিনি সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁকে উত্তর কলকাতার চৌরঙ্গি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

এই তালিকায় প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধরকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর (উত্তর) কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনিই দ্বিতীয় প্রাক্তন আইপিএস অফিসার যাকে বিজেপি প্রার্থী করেছে। এর আগে প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার ড. রাজেশ কুমারকে উত্তর ২৪ পরগনার জগতদল কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছিল।পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি কেন্দ্র থেকে সাংবাদিক-ইউটিউবার মানব গুহকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি এই নির্বাচনে বিজেপির তৃতীয় সাংবাদিক-থেকে-রাজনীতিবিদ প্রার্থী। এর আগে বীরভূমের সুরি কেন্দ্র থেকে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং হুগলির তারকেশ্বর কেন্দ্র থেকে সান্ত পাণকে প্রার্থী করা হয়েছে।উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সোমা ঠাকুরকে, যিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও দুইবারের লোকসভা সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী।বিজেপির এই নতুন প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের নির্বাচনী লড়াই আরও জমে উঠবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেত্রী সোনিয়া গান্ধী সুস্থ হয়ে মঙ্গলবার সকালে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং এখন বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা ও নিয়মিত ফলো-আপ চালিয়ে যাবেন।হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ২৪ মার্চ রাত প্রায় ১০টা ২২ মিনিট নাগাদ জ্বরের উপসর্গ নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পরীক্ষায় জানা যায়, তিনি একটি সিস্টেমিক সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসক দলের তত্ত্বাবধানে তাঁকে অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডা. অজয় স্বরূপ জানান, ডা. ডি. এস. রানা, ডা. এস. নুন্ডি এবং ডা. অরূপ বসু সহ একাধিক সিনিয়র চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলে। চিকিৎসায় তিনি ভালো সাড়া দেন এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।সোনিয়া গান্ধীর অসুস্থতার কারণে তাঁর ছেলে তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ২৫ মার্চ কেরল সফর বাতিল করতে বাধ্য হন। ওই দিন কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার শুরু করার কথা ছিল তাঁর। পরবর্তীতে দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কেরলে গিয়ে সেই প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন।এছাড়া, ওয়ানাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রাও মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান।উল্লেখ্য, চলতি বছরে এটি দ্বিতীয়বার যন সোনিয়া গান্ধীকে এই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এর আগে ৫ জানুয়ারি শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে তিনি এখানে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।গত বছরের ডিসেম্বরে ৭৯ বছরে পা দেওয়া সোনিয়া গান্ধী এখনও কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

গৌরব গগৈকে আক্রমণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, বিদেশি সম্পত্তির হিসাব প্রকাশের চ্যালেঞ্জ

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ(আইএএনএস): কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গোগোই-কে তীব্র আক্রমণ করে তাঁর বিদেশে সম্পত্তি ও আয়ের উৎস প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, গগৈ নাকি পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত কোনও আয়ের তথ্য প্রকাশ করেননি। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে তাঁর সম্ভাব্য সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে আনার দাবি জানান তিনি।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "তাঁর উচিত সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ সামনে আনা, বিশেষ করে বিদেশে যদি কিছু থাকে। কেন পাকিস্তানে তাঁর কোনও সম্পত্তি থাকলে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না?"

তিনি আরও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, অসমের চারজন সিনিয়র সাংবাদিকের সামনে গৌরব গগৈ যেন তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য প্রকাশ করেন।মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, গগৈর একাধিক দেশে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও সম্পত্তি থাকার অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।এছাড়া কংগ্রেসের ইস্তেহারকে নিশানা করে তিনি বলেন, দলটি ক্ষমতায় এলে "মিয়া" বসতিদের জমির অধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে অভিযোগ করেন। এই প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীদের ভূমি ও পরিচয় সংক্রান্ত নীতিকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট নিরঙ্কুশ জয় পাবে। তাঁর দাবি, ১২৬ আসনের বিধানসভায় এনডিএ ৯০টির বেশি আসন জিততে পারে এবং ১০০-র গণ্ডিও পার করতে পারে।অন্যদিকে, কংগ্রেসের ফল খারাপ হবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি। তাঁর মতে, কংগ্রেস ১৫ থেকে ১৬টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। পাশাপাশি, এআইইউডিএফ ৫-৬টি আসন পেতে পারে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দল ১-২টি আসন জিততে পারে বলে তিনি অনুমান করেন।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেন, বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজ ও শাসনব্যবস্থা ভোটারদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তেলিয়ামুড়ায় দলবদল, বিজেপিতে যোগ ৩৩ ভোটারের

তেলিয়ামুড়া, ৩১ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে ফের একদল ভোটার তিপ্রা মথা ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন।মঙ্গলবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে ৩৬ মাইলের বাদরাই কামি এলাকায় আয়োজিত এক যোগদান সভায় তিপ্রা চৌদ্দটি পরিবারের মোট ৩৩ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে শামিল হন। এদিন প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া নিজে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার উন্নয়ন ও মৌলিক অধিকারের দাবিকে সামনে রেখেই এই দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নবাগতরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে বিল্লু জমাতিয়াকে 'যোগ্য প্রার্থী' হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর উপর আস্থা রেখেছেন তাঁরা।এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিল্লু জমাতিয়া বলেন, "এলাকার কচিকাঁচা শিশুদের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।"উল্লেখ্য, টিটিএডিসি নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, তেলিয়ামুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক দলবদলের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের সংগঠন মজবুত করতে জোর প্রচার চালাচ্ছে।

খোয়াইয়ে চার বাংলাদেশি আটক, সীমান্ত পেরোতে ১৬ হাজার টাকার লেনদেনের অভিযোগ

আগরতলা, ৩১ মার্চ: বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা থামছেই না। এবার ত্রিপুরার খোয়াই মহাদেবটিলা এলাকায় চারজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আশারামবাড়ি সীমান্ত দিয়ে চোরা পথে ভারতে প্রবেশ করা ওই চারজনকে আটক করা হয়। অভিযোগ, ভারতীয় ও বাংলাদেশি দালালের মাধ্যমে মোট ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে।
ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে ওই চারজন বাংলাদেশি নাগরিক আশারামবাড়ি সীমান্তে পৌঁছায়। সেখান থেকে একটি অটোযোগে খোয়াইয়ের দিকে আসার সময় মহাদেবটিলা এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী তাদের আটক করে খোয়াই থানায় নিয়ে যায়। আটক ব্যক্তিদের নাম শ্যামল মিয়া (৫৫), বাড়ি কাকভোলা, মৌলভীবাজার; এছাড়া একই নামে আরেকজন শ্যামল মিয়া (৫৫), হেলাল মিয়া (৪০) এবং আব্দুল বাজিদ সোহাগ (২৪)।
পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে, কী উদ্দেশ্যে তারা বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে উজ্জ্বল ত্রিপুরা, তিন পঞ্চায়েতের বড় সাফল্য

আগরতলা, ৩১ মার্চ: গ্রামীণ উন্নয়ন ও সুশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল ত্রিপুরা। কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রদান করা দীন দয়াল উপাধ্যায় ও নানাজি দেশমুখ পঞ্চায়েত সৎত বিকাশ পুরস্কার ২০২৫-এ রাজ্যের তিনটি পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান অর্জন করেছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং নানাজি দেশমুখ পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার পেয়েছে সিপাহীজলা জেলা (সেরা জেলা পঞ্চায়েত- র্যাঙ্ক-১) কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, উনাকোটি (স্বাস্থ্যকর পঞ্চায়েত — র্যাঙ্ক-১) এবং বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিম ত্রিপুরা (নারী-বান্ধব পঞ্চায়েত — র্যাঙ্ক-৩)।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

"জল নেই, রাস্তা নেইতাই ভোটও নয়": কাঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুরের থলিবাড়িতে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

কাঠালিয়া, ৩১ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে কাঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর এলাকার থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। ধূপছড়া-বালুছড়া ও মাতামবাড়িএই তিনটি পাড়ার বাসিন্দারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, "জল নেই তো ভোট নেই, রাস্তা নেই তো কাউকে ভোট নেই।"
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট ও বেহাল রাস্তার সমস্যায় জর্জরিত বাসিন্দারা। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার বাড়লেও, মৌলিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।
এলাকার প্রায় ৪০-৫০ জন নারী-পুরুষ, যাদের মধ্যে অরমনি ত্রিপুরা, শান্তিপদ ত্রিপুরা, ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা, বচ্চন ত্রিপুরা, খুশির রানী ত্রিপুরা সহ অনেকে রয়েছেন, তারা সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের অভিযোগ, "নির্বাচনের সময় এলে নেতারা নানা প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু ভোটের পর আর খোঁজ নেন না।"
বাসিন্দাদের দাবি, গত ৮-৯ বছর ধরে এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি, পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত রাস্তা বর্তমানে ভেঙে চুরমার হয়ে পড়েছে, ফলে যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়েছে।
তাদের বক্তব্য, বর্তমান রাজ্য সরকার বা এডিসি প্রশাসন কেউই এই সমস্যাগুলির সমাধানে এগিয়ে আসেনি। তাই আগে মৌলিক সমস্যার সমাধান করা হোক, তারপরই ভোট নিয়ে ভাবা হবে। অন্যথায় তারা ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে বাড়িতেই অবস্থান করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
এলাকাবাসীর এই ক্ষোভ আসন্ন নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

রেজাল্টে ফেল, স্কুলে ভাঙচুরের অভিযোগ ছাত্রের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে সরব এসএফআই

সোনামুড়া, ৩১ মার্চ: পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াকে কেন্দ্র করে স্কুলে ভাঙচুর ও শিক্ষকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার ফলাফল প্রকাশের পর ক্ষুব্ধ কিছু ছাত্র স্কুলে এসে শিক্ষকদের উপর চড়াও হয় এবং চেয়ার-টেবিলসহ স্কুলের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মেলাঘর থানার পুলিশ। এ ঘটনায় ৮ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।
এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তেলকাজলা স্কুল পরিদর্শনে যায় এসএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির একটি প্রতিনিধি দল। সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে ওই দলটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি ডেপুটেশন প্রদান করে।
এসএফআই-এর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।

এডিসি নির্বাচন: কংগ্রেসের জোর প্রচার, প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ের আহ্বান কার্তিক দেবনাথের

তেলিয়ামুড়া, ৩১ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার জোরদার করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ১১ মহারানীপুর—তেলিয়ামুড়া নির্বাচনক্ষেত্রে দলীয় প্রার্থী শ্যামল দেববর্মার সমর্থনে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ।
প্রার্থী শ্যামল দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলাকাজুড়ে প্রচার চালান এবং সাধারণ ভোটারদের কাছে কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এই কর্মসূচিতে দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
জনসংযোগের সময় কার্তিক দেবনাথ বলেন, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) গঠনে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবনার ফসল। তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসই একমাত্র দল, যারা এডিসির প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম।
তিনি আরও বলেন, এডিসি এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মহারানীপুর—তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রসহ অন্যান্য আসনেও কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসক দল তিপ্রা মথা এডিসি এলাকাকে উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে দিয়েছে।
কার্তিক দেবনাথ বিজেপি ও তিপ্রা মথাকে "একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ" বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, এই দুই দল রাজনৈতিকভাবে একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। আসন্ন নির্বাচনে এই দলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসকে সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি এডিসি এলাকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

ধর্মনগর উপনির্বাচনে সিপিএমের জোরদার বাড়ি বাড়ি প্রচার, জনসমর্থনে আশাবাদী নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ মার্চ:আসন্ন ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ক্রমশই চাঙ্গা হয়ে উঠছে রাজনৈতিক অঙ্গন। শাসক ও বিরোধীসব দলই নিজেদের সংগঠন শক্তি বাড়াতে এবং ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে মরিয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রচারের গতি বাড়িয়েছে সিপিএমও।
মঙ্গলবার সিপিএম প্রার্থী অমিতাভ দত্তের সমর্থনে ধর্মনগর জুড়ে ব্যাপক বাড়ি বাড়ি তথা পারিবারিক প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত হয়। এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালান।
এই প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি বিধায়ক ও রাজ্যস্তরের একাধিক নেতা-কর্মী। তাঁদের উপস্থিতিতে প্রচার আরও জোরদার হয়ে ওঠে।
বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কৃষক-শ্রমিক সমস্যা সহ একাধিক জনমুখী ইস্যু তুলে ধরেন সিপিএম নেতৃত্ব।।এদিনের প্রচারে উপস্থিত ছিলেন ৫৭ নম্বর যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ, রাজ্য কমিটির সদস্য দুর্গেশ রায় ও অমল চক্রবর্তী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষ্ণা রক্ষিত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, বাড়ি বাড়ি প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তারা যথেষ্ট ইতিবাচক ও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের ইচ্ছা ও বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেও তাঁদের মত। দলীয় নেতৃত্ব আশাবাদী, এই জনসমর্থনই আগামী উপনির্বাচনে ভালো ফলাফলে প্রতিফলিত হবে।
উল্লেখ্য, ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মাঠে নেমেছে, ফলে দিন যত এগোচ্ছে ততই জমে উঠছে নির্বাচনী লড়াই।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩১ মার্চ: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজে, জাতীয় সেবা প্রকল্প(এনএসএস)-এর উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির অয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ , এনএসএস প্রোগ্রাম আফিসার ড. অরূপ পাটারী সাব্রুম আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকসহ এনএসএস সেচ্ছাসেবকরা।
পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য জল, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সুরক্ষা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তন, পাল্লা দিয়ে দূষণ, বৃক্ষ নিধন পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত। এ সময়ে, প্লাস্টিক বর্জন, গাছ লাগানো, জলাশয় পরিষ্কার রাখা এবং জল ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। এটি দূষণ কমায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সাহায্য করে। আজকে এনএসএস সেচ্ছাসেবকরা সকলকে সচেতন হওয়ার আবেদন করেন ও লিফলেট বিলি করেন। বলেন পরিবেশ বাঁচলে, আমরা বাঁচব। তাই সুস্থ জীবনের জন্য পরিবেশ সচেতনতাই মূল চাবিকাঠি। সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

লংতরাইভ্যালিতে ভোটগ্রহণ কর্মীদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মহড়া সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ: এডিসি''র আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ ছৈলেংটাস্থিত লংতরাইভ্যালি সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩টি আসনের ভোট গ্রহণ কর্মীদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মহড়া সম্পন্ন হয়েছে।
যে ৩টি আসনের ভোট গ্রহণ কর্মীদের মহড়া আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ৫-ছামনু (এসটি), ৬-মনু-ছৈলেংটা এবং ৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি)। এই ৩টি আসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারদের (এআরও) তত্ত্বাবধানে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় পর্যবেক্ষকগণও উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে মহড়ায় ৭৭৫ জন ভোটগ্রহণ কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াই—সুবল সিং এলাকায় ১০৮বি জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, বৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগ

খোয়াই, ৩১ মার্চ: খোয়াই—সুবল সিং এলাকার ১০৮বি জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কটি কঙ্কালসার রূপ ধারণ করায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং যাত্রীদের ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হতে হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক বছর ধরে খোয়াই—সুবল সিং হয়ে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু নির্মাণকাজের ধীরগতির কারণে সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার পুনরায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় সড়কের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ কাদায় পরিণত হয়েছে এবং অনেক জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে যানবাহন আটকে পড়ছে এবং যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সড়ক সংস্কারের কাজ চললেও যথাযথ পরিকল্পনা ও দ্রুততার অভাবে রাস্তার এই দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত সড়ক মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী, নইলে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

ওয়াকিনগরে তিপ্রা মথার নির্বাচনী মিছিলে জনঢল, নেতৃত্বে রুনিয়েল দেববর্মা

খোয়াই, ৩১ মার্চ: এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াই জেলার ওয়াকিনগর এলাকায় তিপ্রা মথা দলের বিশাল নির্বাচনী প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ বোধজংনগর—ওয়াকিনগর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মার সমর্থনে এই মিছিল ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। মিছিলটি ওয়াকিনগর ভিসির চাকমা কামি এলাকা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে নাচ-গান ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বীরমোহন ভিসির ভীমসাধু পাড়ায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক।এই প্রচার মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা, দলের ব্লক সভাপতি দীপক দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।মিছিল শেষে প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এবারের নির্বাচনে তিপ্রা মথা দলের প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত এবং জনগণ তাদের পাশে রয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তিন ছাত্র

ইমরান হোসেন (বাড়ি উদয়পুর) এবং আবু সায়েদ (বাড়ি সোনামুড়া)। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।
উল্লেখ্য, ইন্দিরা নগর রাস্তার মাথার এই অংশটি দীর্ঘদিন ধরেই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। প্রায়শই এখানে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন ওই এলাকায় দ্রুত ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করা ও প্রয়োজনীয় সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

মেডিক্যাল গ্রান্ট বিতরণ নিয়ে

কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, যদি এখনও ওই অর্থ বিতরণ সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে তা বন্ধ করা হোক। পাশাপাশি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সরকার ও এডিসি প্রশাসনকে 'পার্টি ইন পাওয়ার' সংক্রান্ত মডেল কোডের বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

গণরাজ চৌমুহনীতে অপহরণের

করে গাড়িতে তুলে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
এ বিষয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, গণরাজ চৌমুহনী এলাকায় কোনো অপহরণের ঘটনা ঘটেনি। পূর্বে যে অপহরণের খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ গুজব ও ভিত্তিহীন।
তিনি আরও জানান, রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। পুলিশ সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মন্ত্রী বিকাশের দেদবর্মার

নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করানো এবং নির্বাচনী প্রচারে তাঁর অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। পাশাপাশি সরকারি যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের অভিযোগেরও কঠোর তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।
তিপ্রা মথার সাধারণ সম্পাদক বৃশকেতু দেববর্মা স্বাক্ষরিত এই অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, দ্রুত ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ না নিলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এমজি বাজারে খুনের ঘটনায়

আজ পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, ঘটনার পর তদন্তে নেমে সন্দেহভাজন হিসেবে মিঠুন সাহাকে আটক করা হয়। তার চোখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সেই সন্দেহেই তাকে আটক করা হয়েছিল। পরে তাকে চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে নিজের দোষ স্বীকার করে।
তিনি আরও জানান, রিমান্ড শেষে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন আট বছরের শিশুর ক্লেফ প্যালেট বা তালু কাটা জনিত সমস্যার সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে ক্লেফ প্যালেট বা তালু কাটা জনিত সমস্যার শিশুরা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন স্থানীয় করইমুড়া এসবি স্কুলে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ শিশুদের মধ্যে ক্লেফট প্যালেট বা তালু কাটা জনিত সমস্যার স্ক্রিনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
তাতে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মোবাইল হেলথ টিম চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম করইমুড়া এলাকার আট বৎসর বয়সী এক শিশুর মধ্যে ক্লেফ প্যালেট বা তালু কাটা জনিত সমস্যার শনাক্ত করেন। এরপর রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসকরা শিশুটির পরিবারকে জানান যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, এজন্য শিশুটিকে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের উদ্যোগে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২৩ মার্চ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিশুটির গুরুতর ক্লেফট প্যালেট সমস্যার নিশ্চিত করা হয়। এরপর গত ২৪ মার্চ গুয়াহাটিস্থিত মিশন স্মাইল, সংস্থার দক্ষ চিকিৎসকগন শিশুটির ক্লেফট প্যালেট এর অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে এবং এর পরদিন গত ২৫ মার্চ শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম বা আরবিএসকে-এর মোবাইল হেলথ টিমে চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ জিলাম দাস, ডাঃ বাদল দেববর্মা ও ফার্মাসিস্ট প্রণয় দাস। এদিকে গত ২৭ মার্চ রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম বা আরবিএসকে-এর মোবাইল হেলথ টিম ফলো-আপ প্রোগ্রামে শিশুটির বাড়িতে গিয়ে দেখে আসেন এবং দেখা যায় যে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছে। শিশুটির পিতা-মাতা সহ পরিবার পরিজনেরা শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক হওয়ায় জন্য রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ফাইন্যান্স অ্যাক্ট '২৬ জারি

আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল।সরকার অর্থবছর ২৭-এ রাজকোষ ঘাটতি মেটাতে ১১.৭ লক্ষ কোটি টাকা নেট ঋণ নেবে এবং মোট বাজার ঋণ ১৭.২ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।এছাড়া, সড়ক, বন্দর, রেল ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে জোর দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, সাতটি কৌশলগত ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী এমএসএমই গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
অর্থমন্ত্রী আরও জানান, দেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫৬.১ শতাংশে নেমেছে এবং ২০২৬-২৭-এ তা আরও কমিয়ে ৫৫.৬ শতাংশে আনার লক্ষ্য রয়েছে। এর ফলে সুদের বোঝা কমবে এবং উন্নয়নমূলক কাজে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়।

ড্রেন বন্ধ হয়ে

অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগরতলা পুরনিগমের মেয়রের কাছে বিনম্র আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

নালন্দা মন্দিরে পদপিষ্টে

ব্যবস্থার ত্রুটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল থেকে এবং ২ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হবে।
সরকারের পক্ষ থেকে আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
বিহারের নালন্দা জেলায় মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করেছেন তিনি।
মঙ্গলবার নালন্দার মাতা শীতলা মন্দির-এ প্রার্থনা চলাকালীন আচমকাই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১ জন গুরুতরভাবে আহত।
প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, "নালন্দা জেলার এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"
পাশাপাশি জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।
এদিকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-ও ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ঘাটি ঘটেছে দীপনগর থানার এলাকায় অবস্থিত ওই মন্দিরে। খবর পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পদপিষ্টের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জিবিতে দু'দিনে

এবং তারা ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
ষষ্ঠ ও সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নেফ্রলজি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক টিমে ছিলেন ডাঃ মানস গোপ, ডাঃ সমরেশ পাল, ডাঃ রেশমী দাস এবং ডাঃ উদয়ন সাহা। ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের ডাঃ মুকুট দেবনাথ, ডাঃ বিজিত লোধ এবং ডাঃ জীবন দেবনাথ। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পক্ষে অ্যানেস্থলজিস্ট হিসাবে ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ তপন দেববর্মা এবং ডাঃ জাগৃতি আইচ। সিজা হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে ছিলেন ডাঃ সৌম্যরেন্দ্র পাওনাম (ইউরোলজিস্ট এন্ড ট্রান্সপ্লান্ট সার্জেন) ডাঃ মহারাভাম মাহালে (ইউরোলজিস্ট)। ডাঃ থং ব্রাম যশোবন্তা সিং (কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিষ্ট), ডাঃ থউ ব্রাম চন্ডিসিং (ডি.এন.বি অ্যানেস্থেসিষ্ট)। প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় জিবিপি হাসপাতালের অন্যান্য ওটি নার্স, ফ্লোর নার্স ও ওটি টেকনিশিয়ানরা উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ তদারকিতে ছিলেন ছিলেন সিনিয়র নার্সিং অফিসার তপতী চক্রবর্তী। ষষ্ঠ কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল ৯ টায় এবং শেষ হয় বিকাল ৩ টায় অর্থাৎ প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চলে। সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল ৮.৩০ টায় এবং শেষ হয় দুপুর ১. ৩০ টায় অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চলে। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে পরপর এই কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে একমাত্র রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। উল্লেখ্য গত ৮ জুলাই ২০২৪ রাজ্যে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল। গত ৪ নভেম্বর ২০২৫ সফলভাবে পঞ্চম কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়।

এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ

নেতারা শুধু ভোটের সময়ই আসেন, এখন কেউ খোঁজ নিচ্ছেন নাএমনই ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাধিক বাসিন্দা। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হয়। দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে কিছু সময় পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।
এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে মৌলিক পরিষেবার অভাবে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

খেলাধুলা

ফুটবলে সাই-স্যাগকে রুখে দিল সুখময় ডন বস্কোকে হারিয়ে টিআইএসএফ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ-১৪ ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন জমে উঠেছে। গত ২৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের সপ্তম দিনে আজ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দিনের প্রথম ম্যাচটি ড্র হলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে কষ্টার্জিত জয় তুলে নিয়েছে টিআইএসএফ।প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে। দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর ২টায় গ্রুপ-বি-র লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল সাই-স্যাগ এবং সুখময় এইচএস স্কুল। মাঠজুড়ে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ চললেও নির্ধারিত সময়ে কোনো দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। ফলে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয়।উল্লেখ্য, সাই-স্যাগ তাদের প্রথম ম্যাচে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছিল। অন্যদিকে, সুখময় স্কুল তাদের প্রথম ম্যাচে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছিল। আজকের ড্রয়ের ফলে দুই ম্যাচ শেষে দুই দলের পয়েন্ট টেবিলে লড়াই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।একই টুর্নামেন্টেদ্বিতীয় ম্যাচ প্রীতমের গোলে টিআইএসএফ-এর প্রথম জয় এনে দিয়েছে। বিকেল ৩:৩০ মিনিটে গ্রুপ-ডি-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল টিআইএসএফ এবং ডন বস্কো স্কুল (মান্দাই)। প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে আজ টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয়ের স্বাদ পেল টিআইএসএফ।ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালালেও প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৪৫ মিনিটে (দ্বিতীয়ার্ধ) জয়সূচক গোলটি করেন টিআইএসএফ-এর প্রীতম দেববর্মা। ১-০ গোলের এই লিড শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে পূর্ণ পয়েন্ট নিশ্চিত করে তারা। টিআইএসএফ প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে ১-৬ গোলে পরাজিত হয়েছিল। আজকের জয়ে তারা প্রতিযোগিতায় ঘুরে দাঁড়াল।ডন বস্কোর (মান্দাই) পক্ষে এটি ছিল তাদের দ্বিতীয় হার। এর আগে সোমবার মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারের কাছে তারা ০-১ গোলে হেরেছিল।

জিমনাস্টিক্সের নর্থ-ইস্ট জোনাল ক্যাম্প শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহের সঙ্গেই আজ, মঙ্গলবার থেকে আগরতলায় শুরু হয়েছে জিমন্যাস্টিক্সের নর্থ-ইস্ট জোনাল ক্যাম্প। সাব-জুনিয়র বয়স গ্রুপের জিমন্যাস্টদের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সারা দেশ জুড়ে সাই-এর এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পাশাপাশি জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াও রয়েছে এই উদ্যোগে যৌথ ভূমিকায়। সারা দেশ জুড়ে পাঁচটি জোনে এই শিবির আয়োজন করা হয়েছে। নর্থইস্ট জোনের ক্যাম্প আগরতলায় প্রথমবারের মতো আজ, মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় রাজধানীর এনএসআরসিসি-র ইনডোর হল-এ তথা জিমনাসিয়ামে শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। উল্লেখ্য, গত বছরের ৬ থেকে ৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত সাব জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বাছাইকৃত জিমন্যাস্টদের নিয়ে এই জোনাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নর্থইস্ট জোনের এই শিবিরে অংশগ্রহণকারী ২৭ জন জিমন্যাস্টের মধ্যে ত্রিপুরার ৯ জন রয়েছে। ছেলেদের বিভাগের ছয় জন: দেবপ্রকাশ দেবনাথ, পিকন সরকার, সায়ন দেবনাথ, নির্বাণ মজুমদার, বিপ্রজ্যোতি মজুমদার ও রোহান দেববর্মা। মেয়েদের বিভাগে তিনজন শুভমিতা দেব, অনুসূতা সাহা ও শ্রাবণী মজুমদার। প্রতিবেশী মনিপুরের নয় জন, আসামের সাত জন এবং মেঘালয়ের দুই জন জিমন্যাস্ট রয়েছে ক্যাম্পে। পাঁচজন কোচ রয়েছেন প্রশিক্ষণের দায়িত্বে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এই শিবির আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সুপার ডিভিশনের রিটার্ন লীগের তিনটি ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রিটার্ন লীগের তৃতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লীগের মাঝপথে এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। পরবর্তী তিনটি ভাইটাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (বুধবার) সকাল সাড়ে আটটায় হার্ভে ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে জেসিসি বা জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত প্রথম লীগের পাঁচ রাউন্ড এবং রিটার্ন লীগের দুই রাউন্ড তথা মোট সাত রাউন্ডের খেলা শেষে শতদল সংঘ ছয়টিতে জয় এবং একটিতে নো রেজাল্টের সৌজন্যে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে একক ভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তথা জেসিসি ৫ টিতে জয় এবং একটিতে নো রেজাল্টের দৌলতে ২২ পয়েন্ট নিয়ে। ব্লাড মাউথ ক্লাব রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে চারটিতে জয় এবং একটিতে নো রেজাল্টের সৌজন্যে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে। চতুর্থ স্থানে স্ফুলিঙ্গ ১৪ পয়েন্ট নিয়ে। তবে হার্ভে ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব এখনও জয়ের স্বাদ না পেয়ে তালিকার পেছনের সারিতে রয়েছে। আগামীকাল ফিরতি লীগের তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় প্রতিটি বিজয়ী দল তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া। অপরদিকে বিজিত দলগুলোর লক্ষ্য রয়েছে জয়ের স্বাদ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে।

কী করতে হবে, রাহানেদের বলে দিল কেকেআর, মুম্বই ম্যাচ হেরে দলকে বার্তা কলকাতার কোচের

২২০ রান তুলেও আইপিএলের প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হারতে হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান কলকাতার কোচ অভিষেক নায়ার। দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি। ম্যাচের পর ওয়াংখেড়ের সাজঘরে অজিঙ্ক রাহানেদের লড়াইয়ের প্রশংসাও করেছেন নায়ার। যদিও দলের বোলিংয়ে সন্তুষ্ট নন কেকেআর কোচ।

ম্যাচের পর কেকেআর ক্রিকেটারদের উদ্দেশে আয়ার বলেন, ‘‘আমাদের দল কী করতে পারে, তার কিছু ঝলক আজ দেখেছি। তোমারদের লড়াই দেখে আমি গর্বিত। যে ভাবে সকলে লড়াই করেছ, তাতে আমি সত্যিই খুশি।’’

এর পর নায়ার বলেন, ‘‘তোমাদের একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিই। আইপিএল দীর্ঘ প্রতিযোগিতা। ম্যারাথনের মতো। স্প্রিন্ট নয়। আমি বলব, প্রথম ম্যাচে আমরা অনেক কিছুই ভাল করেছি। কয়েকটা জিনিস খুবই ভাল করেছি। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলা সহজ নয়। রাহানে এবং ফিন অ্যালেন ব্যাট হাতে দুর্দান্ত শুরু করেছিল। তার পর অঙ্গকৃশ রঘুবংশী দারুণ ব্যাট করেছে। ক্যামেরন গ্রিনও শুরুটা খারাপ করেনি। শেষ দিকে রিঙ্কু সিংহ এবং রমনদীপ সিংহও পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করেছে। সব মিলিয়ে ব্যাটিং বেশ ভাল হয়েছে। এটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।’’

নায়ার আরও বলেছেন, ‘‘আমাদের বেশ কয়েক জন লড়াকু ক্রিকেটার রয়েছে। সকলে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। লড়াইটা দীর্ঘ করার চেষ্টা করেছে। রাহানে যখন মাঠের বাইরে ছিল, তখন রিঙ্কু নেতৃত্ব দিয়েছে। কার্তিক ত্যাগী পরের দিকে ভাল বল করল। সব মিলিয়ে টুকরো টুকরো প্রাপ্তি কম নয়। তবে বোলারদের বলব আমাদের আরও কথা বলতে হবে। প্রথম ম্যাচে আমরা হয়তো আমাদের ক্ষমতার ৭৫ শতাংশ দিতে পেরেছি। জানি, আমাদের নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু আমাদের দল হিসাবে করে দেখাতে হবে। দলের একতা বজায় রাখতে হবে। আলাদা কিছু করে দেখাতে হবে আমাদের। দলে দক্ষতার অভাব নেই।’’

দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আরও ভাল পরিকল্পনা করতে হবে বলে ক্রিকেটারদের বলেছেন কেকেআর কোচ। নায়ার বলেছেন ‘‘কলকাতায় ফিরে আমাদের বসতে হবে। আরও পরিশ্রম করতে হবে। ভাল করে পরিকল্পনা করতে হবে। পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষকে দাপটের সঙ্গে হারাতে হবে। হতাশার কোনও ব্যাপার নেই। আরও লড়াই করব আমরা। সবাই প্রস্তুত থাক।’’ নায়ারের বার্তা সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ।

স্কালোনি জানালেন, জাম্বিয়া ম্যাচে শুরু থেকেই দেখা যাবে মেসিকে

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে গত শনিবার আর্জেন্টিনার ২---১ গোলে জয়ের প্রীতি ম্যাচে বিরতির পর বদলি হয়ে মাঠে নামেন লিওনেল মেসি। প্রশ্নটি তখনই উঠেছিল, ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে মেসি কেন শুরু থেকে খেললেন না?

উত্তর একাধিক। একে তো তাঁর বয়স ৩৮, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মৌসুম চলছে, তাই খেলার মধ্যে আছেন। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১৫তম দলের বিপক্ষে মেসিকে ম্যাচের প্রথমার্ধে বিশ্রাম দেওয়া তাই মোটেই অবাক করা সিদ্ধান্ত ছিল না।

পাশাপাশি আরও একটি কারণ থাকতে পারে। সেটা অবশ্য অনুমান করে নিতে হচ্ছে। মার্চের এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে আরও একটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। সেটাও প্রথম প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু লা বোমবেনারো স্টেডিয়ামেই। এখন পর্যন্ত যে সূচি, সে অনুযায়ী২০২৬ বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে এটাই হবে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচে মেসির শুরু থেকে খেলা তো স্বাগতিক দর্শকের কাছে তো প্রত্যাশিতই। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি আজ সংবাদ সম্মেলনে সেই নিশ্চয়তাও দিলেন।

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে হয়তো মেসিকে শুরু থেকেই খেলানো যেত। কিন্তু বয়স, বিশ্রাম ও দুটি ম্যাচের মধ্যে জাম্বিয়া ম্যাচের গুরুত্বটা হয়তো স্কালোনির কাছে বেশি। কারণ, ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, ৮১তম জাম্বিয়া মৌরিতানিয়ার চেয়ে শক্তিশালী দল আর বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে আবেগের ব্যাপারটি তো আছেই। পাশাপাশি আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, জাম্বিয়া ম্যাচ শুরুর আগে একটু সাংস্কৃতিক আয়োজনও নাকি করবে এএফএ। বিশ্বকাপের আগে দলকে বিদায়ী শুভকামনা জানানো আরকি। এসব মিলিয়ে অনেকে হয়তো আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন, মৌরিতানিয়া ম্যাচে শুরু থেকে না খেললেও জাম্বিয়া ম্যাচে মেসিকে অবশ্যই শুরু থেকেই মাঠে দেখা যাবে।

জাম্বিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে সে কথাই বললেন স্কালোনি, ‘মেসি আগামীকাল শুরু থেকে খেলবে। চেনাজানা বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই খেলবে।’

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে নিয়মিত একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন স্কালোনি। সেটা যে ‘অন্যদেরও সুযোগ দিতে’, তা আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন তিনি। তবে স্কালোনি বিশ্বকাপ স্কোয়াডের মোটামুটি একটি রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন সেটাও বোঝা গেল তাঁর কথায়, ‘আমরা এরই মধ্যে ৫৫ জনের প্রাথমিক তালিকা আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সেটি ফিফার কাছে জমা দেবে। খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে তালিকায় কাটছাঁট করা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে শেষ মুহূর্তে।’

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ভালো খেলতে না পারার অতৃপ্তি আছে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের মধ্যে। স্কালোনি এ নিয়ে বলেছেন, ‘ইতিবাচক বিষয় হলো, খেলোয়াড়েরা নিজেরা বুঝতে পেরেছে যে আমরা ম্যাচটি ভালো খেলিনি। আশা করি সামনের ম্যাচে দল চিরচেনা রূপে ফিরবে।’দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবে। দুই দল মাঠে। বদলি নামতে টাচলাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে চার খেলোয়াড়। এক পাশে লিওনেল মেসি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো ও রদ্রিগো দি পল।অন্য পাশে পাপা ইয়াদে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক; মৌরিতানিয়ার উইঙ্গার, খেলেন মলদোভান লিগের দল শেরিফ তিরাসপোলে। অন্য তিনজনের নাম-পরিচয় নিশ্চয়ই বলতে হবে না! ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় ও ১১৫তম মুখোমুখি হলে শক্তির অসম লড়াইটা দেখতে কেমন লাগে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল বদলির ওই মুহূর্ত।

স্কোরলাইনে পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল তার আগেই, ১৭ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজ ও ৩২ মিনিটে নিকো পাজের গোলে। তাতে লা বোমবোনেরা স্টেডিয়ামের দর্শকদের খুব তৃপ্ত হওয়ার কথা নয়। বিরতির পর মেসি-দি পলরা কেন গোল পেলেন না, সেই প্রশ্ন তো অবধারিত। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যোগ করা সময়ে (৯৪ মিনিট) শেষ বাঁশি বাজার আগে গোল হজম করেছে আর্জেন্টিনা!শেষ মুহূর্তে মৌরিতানিয়ার ওই ‘ধাক্কা’য় ২-১ গোলের জয়টা আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির কাছে খুব একটা মধুর লাগবে না হয়তো। তবে মৌরিতানিয়ার ডিফেন্ডার জর্ডান লেফোর্ট এই ম্যাচ কখনো ভুলবেন না। মৌরিতানিয়ার হয়ে অভিষেকেই গোল পেলেন, সেটাও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে। দলীয় আক্রমণে আর্জেন্টিনার বক্সে জটলার ভেতর থেকে নেওয়া শটে গোল করেন লেফোর্ট।মেসি ও দি পলের বেঞ্চে বসানোর ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন স্কালোনি। একাদশে তাঁদের অনুপস্থিতিটা তাই অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং বেঞ্চে বসে প্রথমার্ধে ফার্নান্দেজদের গোলের চেয়ে ৩২ মিনিটে ফ্রি ---কিকে নিকো পাজের গোলে মেসির আনন্দটা বেশি বোঝা গেল। করতালির সঙ্গে দি পলকে কিছু একটা বললেন। সামনে বিশ্বকাপের দল গড়া হবে। মানবদেয়াল ফাঁকি দিয়ে নিচু শটে করা গোলে সেই দৌড়ে আরেকটু এগোলেন নিকো। তবে গোলটি তাঁর কাছে অন্য কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোল বলে কথা!মেসি মাঠে নামার কিছুক্ষণ পরই গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। ডান দিক থেকে কাট ইন করে ভেতরে ঢুকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটসেই চেনা মুভ, কিন্তু পোস্টে রাখতে পারেননি। ছোটখাটো আরও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার - থিয়াগো আলমাদারা।কিন্তু আর্জেন্টিনার গোল করায় যে একটু অরুচি ধরেছিল, সেটা বুঝিয়ে দেয় মৌরিতানিয়ার পোস্টে মাত্র ৪টি শট রাখতে পারার পরিসংখ্যান। মৌরিতানিয়া এ জায়গায় সমান। তাঁরাও ৪টি শট রাখতে পেরেছে আর্জেন্টিনার পোস্টে। শেষ দিকে দুটি ভালো সুযোগও পেয়েছিল গোলের।৮৯ মিনিটে মৌরিতানিয়া ফরোয়ার্ড সৌউলেমান অ্যানের বক্সের ভেতর থেকে জোরালো শট সেভ করেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ৭৪ মিনিটে তাঁদের মিডফিল্ডার মাতা মাগাসার বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া কোনাকুনি শট ডান পোস্টের কাছ ঘেঁষে যায়।প্রীতি ম্যাচ ও চোটের বিষয়টি মাথায় থাকায় সম্ভবত আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের খেলায় তেমন একটা ধার দেখা গেল না। বিশ্বকাপের আগে চোটমুক্ত থাকতে চায় সব দলই। আগামী ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় ভোরে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে জাম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড হোয়াকিন পানিচেল্লির সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছিল স্কালোনির কাছে। চোটের কারণে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে তাঁর। দুঃখ প্রকাশ করে স্কালোনি বলেন, ‘বিষয়টি মানা খুব কঠিন। সে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, যা ছিল খুবই হৃদয়বিদারক। এটা তার প্রাপ্য ছিল না। আমরা তাকে বলেছি যে তার সামনে আরও সুযোগ আসবে...সত্যি বলতে, এটা আমাদের জন্য বড় একটি ধাক্কা।’

বাংলাদেশ সময় ১ এপ্রিল ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে জাম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। স্কালোনি জানান, বিশ্বকাপের আগে আরও দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। একটি ম্যাচ হবে সার্বিয়ার বিপক্ষে। অন্য প্রতিপক্ষ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এ ম্যাচ দুটির বিশেষত্ব হলো চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া ২৬ জনের মূল দল নিয়ে প্রীতি ম্যাচ দুটি খেলবেন স্কালোনি। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, ঘরের বাইরে এ দুটি ম্যাচ খেলবে স্কালোনির দল।

প্রথম মাচেই “ইম্প্যাক্ট সাব”, মুম্বই শিবিরে গুরুত্ব কমছে সূর্যকুমারের? কী বলছেন কোচ?

মুম্বই: কিছুদিন আগেই তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এসেছে। দেশের মাটিতে প্রথম দল হিসেবে কুড়ির ফর্মাটে বিশ্বজয়ের নজির গড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু দেশর অধিনায়ককেই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে না কি ”ইম্প্যাক্ট সাব” হিসেবে খেলতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। কেকেআরের বিরুদ্ধে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবকে ”ইম্প্যাক্ট সাব” হিসেবে খেলানো হয়েছিল। যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। যিনি দেশের জার্সিতে ক্যাপ্টেন, তাঁকে কি কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে? এবারের আইপিএলে কেকেআরের বিরুদ্ধে খেলা ছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। হার্দিক পাণ্ড্য টস করতে এসেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যকুমার ম্যাচে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলবেন। এটা শোনার পরই কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল গ্যালারিতে থাকা দর্শকরাও। সূর্যকুমার কেকেআরের বাটিংয়ের সময় ফিল্ডিং করেননি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তারকা। যদিও পরে ব্যাট হাতে নেমেছিলেন সূর্য।

এবার সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে মুখ খুললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। তিনি বলেন, ””আমি আশা করব সূর্যকুমারকে নিয়ে বিস্তর যে জল্পনা হচ্ছে, তা এবার বন্ধ হয়ে যাবে। সূর্যকুমারের কুঁচকিতে টান লেগেছিল। তার জন্যই আমি সময় নিতে বলেছিলাম। আমি চাইনি এই পরিস্থিতিতে মাঠে নামুক সূর্য। পরের মাচের আগে সময় আছে। সেই সময়টা ওর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ও অনুশীলন শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কোনও ভুল খবর ছড়িয়ে যাক, একদমই চাইব না।””

উল্লেখ্য, প্রথম মাচে ঘরের মাঠে কেকেআরের বিরুদ্ধে ২২১ রান তাড়া করে জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মা ৭৮ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। অনদিকে রিয়ান রিকেলটন ৮১ রান করেন। বল হাতে শার্দুল ঠাকুর ৩৯ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট নেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেকেআরের বিরুদ্ধে। কেকেআরের জার্সিতে অজিঙ্ক রাহানে ও ফিন আলেন এদিন ওপেনিংয়ে নেমেছিলেন বাট হাতে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজেই ব্যাটিং করেন ২ নাইট ওপেনার। কলকাতা এদিন একাদশে খেলিয়েছিলেন ফিন আলেনের সঙ্গে তিন বিদেশি হিসেবে ক্যামেরন গ্রিন, সুনীল নারাইন ও ব্রেজিং মুজারাবানিকে। অর্ধশতরান হাঁকাতে না পারলেও ১৭ বলে ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ৬টি বাউন্ডারি ও দুটো ছক্কায়। তবে রাহানেকে নিয়ে হাজারো প্রশ্ন ছিল। তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছে। টি-টোয়েন্টির জন একেবারেই না কি উপযুক্ত নয়। এদিন কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তর ব্যাটে দিলেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটার।

পাক ক্রিকেটে এবার পকেট খালি হল শাহিনের!

দলের অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদিকে শাস্তি দিল লাহৌর কলন্দর্স। শাহিনকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বোর্ডের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে হোটেলে চার বহিরাগতকে ঢুকিয়ে বিপাকে শাহিন।লাহৌর একটি বিবৃতিতে লিখেছে, “ভুল বোঝাবুঝির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু নিয়ম মানতেই হবে। লাহৌর কলন্দর্স পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও পাকিস্তান সুপার লিগের নিয়ম মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”

পাকিস্তান সুপার লিগে লাহৌর কলন্দর্সের অধিনায়ক শাহিন। দল যে হোটেলে রয়েছে, সেখানেই চার জনকে ঢোকান শাহিন। এই ঘটনায় পাকিস্তান সুপার লিগের সিইও সলমন নাসিরকে চিঠি দেয় পঞ্জাব পুলিশ। ঘটনা খতিয়ে দেখার অনুরোধ করে তারা চিঠিতে পঞ্জাব পুলিশ লেখে, বোর্ডের নিষেধ সত্ত্বেও বাইরের লোককে ক্রিকেটারদের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিয়ম ভেঙেছেন শাহিন। ওই অতিথিরা হোটেলের ঘরে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলেন। সমাজমাধ্যমেও সেই ভিডিয়ো ধরা পড়েছে।তবে শুরুতে চার জনকে হোটেলের ঘরে নিয়ে যাননি শাহিন। জানা গিয়েছে, ওই চার ব্যক্তি লাহৌরের আর এক ক্রিকেটার সিকন্দর রাজার পরিচিত। প্রথমে লাহৌরের তরফে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের কাছে আবেদন করা হয়। কিন্তু বাইরের কাউকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।তার পর পাকিস্তানের সিইও নাসিরের কাছে আবেদন করেন লাহৌরের মালিক সলমন রানা। নাসিরও অনুমতি দেননি। সুরক্ষার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তার পরেও থামেননি শাহিন। জোর করে চার জনকে নিয়ে যান তিনি। পাকিস্তানের লিগে বিদেশি ক্রিকেটারদের এক জঙ্গি সংগঠন হুমকি দিয়েছে। ফলে লিগের সুরক্ষা আরও বাড়ানো হয়েছে। সেখানে শাহিন যা করেছেন, তাতে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নিত, সেই প্রশ্ন তুলেছে পুলিশ। তার পরেই শাহিনকে শাস্তি দিয়েছে লাহৌর। এখন দেখার, এই বিষয়ে পাকিস্তান বোর্ড কোনও পদক্ষেপ করে কি না।

জন্মদিনে কাটা হয়নি কেক! বোলারদের ‘কচুকাটা’ করে উদযাপন বৈভবের, আইপিএলে গড়ল নজিরও

বয়স সবে ১৫। কিন্তু সে ব্যাট হাতে মাঠে নামলেই তৈরি হয় একের পর এক রেকর্ড। সোমবার আবারও নতুন নজির গড়ে ফেলেছে বৈভব সূর্যবংশী। ম্যাচের পর রাজস্থান রয়্যালসের তরুণ তুর্কি জানাল, দিনকয়েক আগে জন্মদিন থাকলেও কেক কাটা সম্ভব হয়নি। তবে মাঠে নেমে ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করে জন্মদিনের সেলিব্রেশন সেরে ফেলল বৈভব। সঙ্গে গড়ল নতুন রেকর্ড।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু করেছে রাজস্থান রয়্যালস। সোমবার গুয়াহাটিতে একপেশেভাবে সেই ম্যাচ জিতেছে রিয়ান পরাগের দল। প্রথমে বল করে চেন্নাইকে মাত্র ১২৭ রানে অলআউট করে দেয় রাজস্থান। পরে স্বভাবসিদ্ধ ঝোড়ো ব্যাটিং করে রাজস্থানের জয় নিশ্চিত করে ফেলে বৈভব। মাত্র ১৭ বলে ৫২ রান আসে তার ব্যাট থেকে। তবে ওই ইনিংসেই আইপিএলে নতুন নজির গড়ে ফেলেছে বৈভব।

আইপিএলে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড রয়েছে বৈভবেরই ওপেনিং পার্টনার যশস্বী জয়সওয়ালের দখলে। মাত্র ১৩ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন যশস্বী। দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির তালিকায় সোমবারের পর তৃতীয় স্থানে উঠে এল রাজস্থানের তরুণ তুর্কি। এদিন মাত্র ১৫ বলে অর্ধশতরান পূরণ করেছে সে। মোট পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়েছে, মেরেছে ৪টি বাউন্ডারি। আইপিএলে দ্রুততম অর্ধশতরানের নিরিখে জস বাটলার, সুরেশ রায়নাদের মতো ক্রিকেটারদের পিছনে ফেলে দিয়েছে বৈভব। উল্লেখ্য, আইপিএলে দ্রুততম শতরানের তালিকাতেও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সে। মাত্র ৩৫ বলে শতরান করেছিল বৈভব।

রেকর্ড গড়ে ম্যাচ জিতিয়ে বিহারের তরুণ ব্যাটার বলছে, পরিস্থিতি বুঝে নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলেছে সে। আলাদা করে কিছু করতে কোচরা তাকে নির্দেশ দেয় না। গত ২৭ মার্চ ছিল বৈভবের জন্মদিন। কিন্তু সেদিন কেক কেটে সেলিব্রেশন করেনি সে। কেন? জবাবে বিস্ময় প্রতিভার স্বীকারোক্তি, “একটা কেক কাটার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সবাই মুখে কেক মাখিয়ে দেয়। সেটা থেকে পালানোর জন আমি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চলে গিয়েছিলাম।” জন্মদিনে কেক না কাটলেও, আইপিএলের শুরুতেই বিপক্ষ বোলারদের কচুকাটা করছে বৈভব।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহাবীর জয়ন্তী পালিত, জৈন মন্দিরে ভক্তদের ভিড়

আগরতলা, ৩১ মার্চ: মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে পালিত হল তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের ২৬২৫-তম জন্মবার্ষিকী। এদিন 'মহাবীর ধর্মীয় ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আগরতলা টাউন হল সংলগ্ন জৈন মন্দিরে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, প্রার্থনা ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান মহাবীরের জীবনাদর্শ ও অহিংসার বাণী তুলে ধরা হয় উপস্থিত ভক্তদের সামনে।
এদিনের অনুষ্ঠানে শান্তি, সহিষ্ণুতা ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন আয়োজকরা। ভক্তরা প্রার্থনা ও আরাধনার মাধ্যমে দিনটি পালন করেন।

পথ নাটক

আগরতলা ৩১ মার্চ ন্যাশনওয়াইড ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম এর অঙ্গ হিসাবে বাজাজ ফিনান্সিয়াল লিমিটেডের উদ্যোগে আজ আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে এক সচেতনতামূলক পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হয়। পথ চলতি মানুষ এই পথনাটিকা উৎসাহের সঙ্গে অনুধাবন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাজাজ ফিনান্সিয়াল লিমিটেডের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিক ও অত্রিদেব মিশ্র সহ অন্যান্যরা।

পশ্চিমবঙ্গে সিইও দফতরের বাইরে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, দু'পক্ষের পাল্টা অভিযোগ

কলকাতা, ৩১ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতরের বাইরে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র বচসা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ফর্ম-৬ জমা দেওয়া নিয়ে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে।
বিজেপির অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে এবং তাদের 'ফ্রি হ্যান্ড' দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি বাইরে থেকে লোক এনে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তাদের 'যোগসাজশ' রয়েছে।
আগামী মাসে দুই দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনা রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
বিজেপি কর্মী কুশল পান্ডে জানান, আমরাও এখানে ধর্নায় বসেছিলাম। তৃণমূলের লোকজন আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে এবং পুলিশ আমাদেরই আটকাচ্ছে। আমরা আর চুপ করে থাকব না।
অন্য এক বিজেপি কর্মী কালী কার্তিক অভিযোগ করেন, পুলিশ শুধু আমাদের সরতে বলছে, তৃণমূল কর্মীদের নয়। আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। আমরা এক ইঞ্চিও পিছিয়ে যাব না। তিনি আরও দাবি করেন, এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ।
অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সচিন সিংহ বিজেপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র নষ্ট করার অভিযোগ তুলে বলেন, ফর্ম-৬ ব্যবহার করে বাইরে থেকে লোক এনে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হচ্ছে। এটা সংবিধান ও গণতন্ত্রের হত্যা। মানুষ এটা মেনে নেবে না।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী।
যদিও কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার ইয়েলওয়াড শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, সকলেরই প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে, তবে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি কখনওই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি এবং যাবেও না।
উল্লেখ্য, পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে এবং দুই পক্ষকেই নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মনু—ছৈলেংটা কেন্দ্রে বিজেপির প্রচার মিছিল, প্রার্থী সুকেশ দত্ত বড়ুয়ার জয়ে আশাবাদী নেতৃত্ব

লংতরাইভ্যালি, ৩১ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ৬ নম্বর মনু---ছৈলেংটা কেন্দ্রে বিজেপির প্রচার জোরদার হয়েছে। দলীয় প্রার্থী সুকেশ দত্ত বড়ুয়ার সমর্থনে মঙ্গলবার লংতরাইভ্যালির মাছলি বাজার এলাকায় এক বিশাল প্রচার মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি মাছলি বাজারের বিজেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় কার্যালয়ের সামনেই এসে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক।
এই প্রচার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি তাপস মজুমদার, ৪৮ করমচড়া বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জিত দেববর্মা, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা, বিজেপি নেতা সুকুমল বিশ্বাস, মিঠন দেবসহ অন্যান্যরা।
মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ দলীয় প্রার্থী সুকেশ দত্ত বড়ুয়ার জয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

প্রবীণ সাংবাদিক রবি সিংয়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া, গন্ডাছড়ায় শেষকৃত্য সম্পন্ন

গন্ডাছড়া, ৩১ মার্চ: প্রবীণ সাংবাদিক রবি সিং দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার আগরতলার জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে ভুগছিলেন এবং গত প্রায় এক বছর ধরে আগরতলায় অবস্থান করে নিয়মিত ডায়ালিসিস করাচ্ছিলেন। কয়েক দিন আগে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন। সাংবাদিকতায় তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠা, সাহসিকতার জন্য তিনি এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন। তার প্রয়াণে সহকর্মী ও পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গন্ডাছড়ার দুর্গাপুর এলাকায় শোকের আবহ সৃষ্টি হয়। সোমবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ তার মরদেহ আগরতলা থেকে গন্ডাছড়ায় আনা হয়। পরে রাতেই গন্ডাছড়া শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রবীণ এই সাংবাদিকের প্রয়াণে সাংবাদিক মহলসহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দীর্ঘ ৩৭ বছর ৯ মাস ২৯ দিনের গৌরবময় পুলিশ জীবনের ইতিসুনামের সাথে অবসর নিলেন বাবুল চন্দ্র দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে এক আবেগঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে পুলিশ জীবনের দীর্ঘ অধ্যায়ের ইতি টানলেন বাবুল চন্দ্র দেবনাথ। প্রায় চার দশকের কাছাকাছি সময় ধরে নিষ্ঠা, সততা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।
ধর্মনগর উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ তাঁকে সংবর্ধনা জানান উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। সহকর্মীদের উপস্থিতিতে এক মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বিদায় জানানো হয় এই অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মীকে।
ধর্মনগরের নোয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা বাবুল চন্দ্র দেবনাথ, প্রয়াত রাকেশ চন্দ্র দেবনাথের পুত্র। তিনি ১৯৮৮ সালের ২ জুন কনস্টেবল পদে আগরতলার এডি নগরে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি ধাপে ধাপে নিজের জায়গা সুদৃঢ় করেন। পরবর্তীতে ধলাই জেলায় ড্রাইভার পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে উত্তর জেলায় বিশেষ ড্রাইভার হেড কনস্টেবল হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।
দীর্ঘ চাকরি জীবনে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। বিশেষ করে রাজ্যের উগ্রপন্থী সময়ে বহুবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উগ্রপন্থীদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। তবুও কখনও দায়িত্ব থেকে পিছু হটেননিবরং সাহসিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে সহকর্মী ও ঊর্ধতনদের কাছে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন।
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই তাঁর কর্মজীবনের প্রশংসা করে বলেন, বাবুল চন্দ্র দেবনাথের মতো নিষ্ঠাবান ও অভিজ্ঞ কর্মীর অবদান পুলিশ বিভাগের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।
অবসরের মুহূর্তে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বাবুল চন্দ্র দেবনাথ। চোখে জল, মুখে নীরবতাএইভাবেই তিনি বিদায় নেন তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে। প্রায় চার দশকের অভিজ্ঞতা, দায়িত্ব ও স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পা রাখলেন জীবনের নতুন অধ্যায়ে।

ধর্মনগরে কংগ্রেসের জোরদার বাড়ি বাড়ি প্রচার, ইতিবাচক সাড়ার দাবি দলীয় নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ মার্চ: আসন্ন ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে রাজনৈতিক তৎপরতা। প্রতিদিনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের সংগঠন শক্তি প্রদর্শন এবং ভোটারদের মন জয় করতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই আবহেই কংগ্রেস দলও তাদের প্রচার কর্মসূচিকে আরও জোরদার করেছে। সোমবার দুপুরে ধর্মনগর শহরের পোস্ট অফিস চৌমুনী এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে এক ব্যাপক বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দলের কর্মী-সমর্থকরা সংগঠিতভাবে এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন প্রার্থনা করেন।
এই প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁরা এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা, বেকারত্ব, শিক্ষা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।
প্রচারের সময় সুশান্ত চক্রবর্তী রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের যুবসমাজ আজ চরম বেকারত্বের শিকার, পাশাপাশি নেশার প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। শিক্ষা ব্যবস্থারও অবনতি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
অন্যদিকে, কংগ্রেস কর্মীদের দাবি, বাড়ি বাড়ি প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তারা উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে বলেও তাঁদের মত। দলীয় নেতৃত্ব আশাবাদী, আগামী দিনে এই সমর্থনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার প্রতিফলন ভোটবাক্সে দেখা যাবে।
উল্লেখ্য, ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। শাসক-বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, ফলে দিন যত এগোচ্ছে, ততই জমে উঠছে নির্বাচনী লড়াই।

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহার ২৯তম প্রয়াণ দিবস পালিত

আগরতলা, ৩১ মার্চ: রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহার ২৯তম প্রয়াণ দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করল সিপিআই(এম)। মঙ্গলবার সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সদর দপ্তরসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
এদিন আগরতলায় সিপিআই(এম) রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য সংকর প্রসাদ দত্ত, নারায়ন করসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সকলে।
উল্লেখ্য, আজ থেকে ২৯ বছর আগে আভাঙ্গা এলাকায় নিজের ভাইকে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা। তাঁর আত্মবলিদানকে স্মরণ করেই প্রতি বছর এই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে সিপিআই(এম)।

উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে ১৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ: শিল্পের উপযুক্ত মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর যুবক-যুবতীদের জন্য উন্নত প্রযুক্তির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এতে রাজ্য ডিজিট্যাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাবে। সেজন্য দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, আই হাব ফাউন্ডেশন ফর কোবোটিকস এবং টেকনোলজি ইনোভেশন হাব অব ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-দিল্লির মধ্যে এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২৬-এর ৯ ফেব্রুয়ারি এনআইটি আগরতলার এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইআইটি দিল্লির প্রোঃ রঙ্গন ব্যানার্জি এবং রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের উপস্থিতিতে এই মৌ স্বাক্ষরিত হয়।এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে বর্তমানে এনআইটি আগরতলা এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি আগরতলাতে মোট ১৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ডিজিট্যাল জগতের সর্বশেষ চাহিদাকে সামনে রেখে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আর্টিফিসিয়্যাল ইন্টেলিজেন্স (তিন ব্যাচের জন্য) এবং আর্টিফিসিয়্যাল ইন্টেলিজেন্স এন্ড মেশিন লার্নিং (এক ব্যাচের জন্য) এর উপর।
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এক মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ক্লাসরুম সেশন, ল্যাবরেটরিতে হাতে কলমে শেখানো এবং আইআইটি দিল্লির প্রফেসরদের দ্বারা অনলাইন লেকচারের ব্যবস্থাও রয়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে আইআইটি দিল্লির বিশেষ ডোমেইন বিশেষজ্ঞরা সেশন পরিচালনা করছেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে আগরতলার দুর্জয়নগরে তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর ও আইআইটি দিল্লির পক্ষ থেকে যৌথ সার্টিফিকেট লাভ করবে। তাছাড়া সেরা প্রশিক্ষণার্থীরা আইআইটি দিল্লিতে ইন্টার্নশীপ করারও সুযোগ পাবেন।

কৈলাসহরে জারি-সারি উৎসবে সাংস্কৃতিক আবহ, অংশগ্রহণে জেলার বিভিন্ন দল

কৈলাশহর, ৩১ মার্চ: ঊনকোটি জেলায় সাংস্কৃতিক আবহে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল জেলাভিত্তিক জারি-সারি উৎসব। কৈলাশহরের ইচ্ছবপুর গ্রামের প্রবাকর ইংলিশ মিডিয়াম জেবি স্কুল মাঠে আয়োজিত এই উৎসবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে।
দিনভর চলা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দলগুলি জারি-সারি গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠান শেষে সেরা দলগুলিকে বাছাই করে পুরস্কৃত করা হবে।
অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মফস্বর আলী, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অজয় দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
এই উৎসবের আয়োজন করে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ড এবং কৈলাশহর পৌর পরিষদ। জারি-সারি উৎসবকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অসম, কেরল ও পুদুচেরির জন্য ই.ভি.এম.-ভি.ভি. প্যাট-এর দ্বিতীয় রেন্ডমাইজেশন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ই.সি.আই.) ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং ৬টি রাজ্যের উপ-নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করে।
ই.ভি.এম. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে দুই ধাপের রেন্ডমাইজেশন প্রক্রিয়ায় ই.ভি.এম. সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রগুলিতে বরাদ্দ করা হয়। প্রথম ধাপে, জেলা পর্যায়ের ওয়্যারহাউসগুলো থেকে ই.ভি.এম.-গুলি অগোছালোভাবে বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, বিধানসভা কেন্দ্র স্তর থেকে ভোটকেন্দ্র স্তরে ই.ভি.এম.-গুলি এলোমেলোভাবে বরাদ্দ করা হয়।
ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম রেন্ডমাইজেশনটি ই.ভি.এম. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই.এম.এস.)-এর মাধ্যমে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডি.ই.ও.) দ্বারা সম্পন্ন হয়, যেখানে জাতীয় ও রাজ্য স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৮.৮৫ লক্ষ ই.ভি.এম. ইউনিট (ব্যালট ইউনিট, কন্টোল ইউনিট এবং ভি.ভি. প্যাট) নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়।
দ্বিতীয় রেন্ডমাইজেশনটি ই.ভি.এম. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই.এম.এস.)-এর মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারদের (আর.ও.) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এটি অসম, কেরল ও পুদুচেরির বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং গোয়া, কর্ণাটক, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার উপ-নির্বাচনের জন্য করা হয়েছে, যেগুলি ৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম ও দ্বিতীয় রেন্ডমাইজেশনকৃত ই.ভি.এম. এবং ভি.ভি.প্যাট-এর তালিকা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে।
প্রার্থির আবেদন প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং অবশিষ্ট ২টি রাজ্যের উপ-নির্বাচনের জন্যও দ্বিতীয় রেন্ডমাইজেশন সম্পন্ন করা হবে।

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২৫-এ ত্রিপুরার উজ্জ্বল সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ: রাজ্যের দুইটি পঞ্চায়েত এবং একটি জেলা জাতীয় স্তরে মর্যাদাপূর্ণ দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার (ডি.ডি.ইউ.পি. এস.ভি.পি.) এবং নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার (এন.ডি.পি.এস.পি.ভি.পি.) এ ২০২৫ সালের জন্য সম্মানিত হয়েছে।
২০২৩-২৪ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দেশের সকল গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের সামগ্রিক মূল্যায়নের পর আজ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রাজ্যের সিপাহিজলা জেলা সারা দেশের মধ্যে সেরা জেলা পঞ্চায়েত হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে অসামান্য সাফল্যের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। মহিলা বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারা ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য যে, দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার-এর আওতায় ৯টি নির্দিষ্ট থিমের প্রতিটিতে সারা দেশের মধ্যে সেরা ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্বাচন করা হয়। অপরদিকে, নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার-এর ক্ষেত্রে সকল থিমে প্রাপ্ত গড় স্কোরের ভিত্তিতে দেশের সেরা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদকে নির্বাচন করা হয়।

এডিসি নির্বাচন ঘিরে জোর প্রচার, জোলাইবাড়ীতে বিজেপির জনসংযোগ অভিযান

জোলাইবাড়ী, ৩১ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে জোলাইবাড়ী এলাকায় জোরদার প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। ২৬ নম্বর বীরচন্দ্র কলসী আসনে দলীয় প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াংয়ের সমর্থনে জনসংযোগ অভিযান চালানো হয়। মঙ্গলবার ৩৮ জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের ৫২ নম্বর বুথ এলাকায় বিজেপির জনজাতি মোর্চার মণ্ডল সভাপতি সমঞ্জয় ত্রিপুরার নেতৃত্বে এই জনসম্পর্ক অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান তিনি।
প্রচারের সময় রাজ্যে বিজেপি পরিচালিত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন সমঞ্জয় ত্রিপুরা।

টেপানিয়ায় দিব্যাঙ্গদের জন্য সহায়ক অঙ্গ বিতরণ শিবির, ১৫২ জন উপভোক্তার মধ্যে ১৯০টি সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ: আজ টেপানিয়াস্থিত ডিডিআরসি বা ডিস্ট্রিক্ট ডিজেবল রিহেবিলাইটেশন সেন্টারে দিব্যাংগদের বিভিন্ন কৃত্রিম সহায়ক অঙ্গ ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিতরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি রাজস্থানের শ্রী ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়ক সমিতি উদ্যোগে এবং টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন সহায়ক কেন্দ্রে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।
শিবিরের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবরায় ,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , শ্রী ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়ক সমিতির আধিকারিক ডক্টর পুরুষোত্তম রবীন্দগোমতি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কমল রিয়াং, গোমতি জেলা দিব্যাঙ্গন পুনর্বাসন সহায়ক কেন্দ্রের সুপারিনটেনডেন্ট প্রিয়ব্রত বৈদ্য,গোমতি জেলা দিব্যাঙ্গন পুনর্বাসন সহায়ক কেন্দ্রের অফিসার নিলাদ্রি দেববর্মা, গোমতী জেলা পরিষদের সোশ্যাল জাস্টিস স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ইলা চন্দ দেবনাথ, টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ঝর্না রানী দাস, গোমতী জেলা ভারতীয় জনতা ডিজেবল কমিটির সভাপতি সুকুমার সাহা ,তেপানিয়া গ্রামের প্রধান প্রধান রঞ্জন শর্মা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
আজকের এই ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের দিব্যাংগদের মধ্যে যারা খোঁড়া ব্যক্তি আছেন তাদের জন্য বি কে লিম দেওয়া হয়েছে ১২ টি হ্যান্ড পেটেল দেওয়া হয়েছে ১৫ টি ,অক্সিলারি হুইলচেয়ার প্রাপ্তবয়স্কদের ২৫ টি, শিশুদের দেওয়া হয়েছে একটি। সিপি হুইলচেয়ার দেয়া হয়েছে পঁচিশটি ,শিশুদের দেওয়া হয়েছে চারটি, হিয়ারিং এইড সহ মোট ১০ জনকে দেয়া হয়েছে কমোট চেয়ার, চার জনকে ব্লাইন্ড স্টিক দেয়া হয়েছে।
আগামীকালও ওই শিবিরে উপস্থিত দিব্যাঙদের মধ্যে শ্রী ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে এই ধরনের কৃত্রিম সহায়ক অঙ্গ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বিতরণ চলবে বলে জানিয়েছেন গোমতি জেলা দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন সহায়ক কেন্দ্রের সুপারিনটেনডেন্ট প্রিয়ব্রত বৈদ্য ।আজকে সূদুর জয়পুর থেকে আগত এনজিও সংস্থার শ্রী ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়ক সমিতির ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে কৃত্রিম সহায়ক অঙ্গ অন্যান্য সরঞ্জাম বিতরণ শিবিরের আয়োজন করায় গোমতি জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পূর্ব পরিষদের পুরপিতা শীতল মজুমদার সহ বক্তারা এই সংস্থার ভুয়সি প্রশংসা করেন। আজকে মোট ১৫২ জন বেনিফিশিয়ারির মধ্যে ১৯০ টি সহায়ক অঙ্গ সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ও ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদ এর সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সবেতন ছুটি"র অনুমোদন

আগরতলা, ৩১ মার্চ: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬ এবং ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদ -এর সাধারণ নির্বাচন আগামী ১২ এপ্রিল, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। এই দুই নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটগ্রহণের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটার কর্মচারীদের জন্য রিপ্রেজেন্ট অফ পিপল অ্যাক্ট,১৯৫১ -এর ১৩৫ বি ধারা অনুযায়ী সবেতন ছুটি প্রদান সংক্রান্ত একটি ফাইল আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা অনুমোদন করেছেন। এর ফলে আগামী ৯ এপ্রিল এবং ১২ এপ্রিল, ২০২৬ সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মচারী যারা সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটার তারা এই ছুটির সুবিধা পাবেন।
এছাড়াও, যেসব কর্মচারী নিজেদের ভোটার এলাকার বাইরে কর্মরত রয়েছেন, তাদেরও ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ভোটের দিনে সবেতন ছুটি দেওয়া হবে। একই সুবিধা দৈনিক মজুরিভিত্তিক ও অস্থায়ী শ্রমিক যারা উল্লেখিত কেন্দ্রগুলির নিবন্ধিত ভোটার তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 01-04-2026, 01:10